Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সঠিক ইতিহাস সত্য কথাই বলে

প্রফেসর এ.এইচ.এম. শামসুর রহমান

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সঠিক ইতিহাস সত্য কথাই বলে

ইসলামিক বিভিন্ন বিষয়ে বইয়ের পিডিএফ পেতে
নিচের লিংকে ক্লিক করে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হউন ~

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

প্রফেসর এ.এইচ.এম.শামসুর রহমান

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রকাশনায় ঃ

রাহেলা প্রকাশনী, ১৮, লুৎফর রহমান লেন, সুরিটোলা, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল ঃ ০১১৯১-৩৩৪৩৫৬, ০১৫৫৭-২৩৫৮০০

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত সংরক্ষিত

তৃতীয় প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর-২০১৫, ঈসায়ী।

প্রচ্ছদ ঃ আমীর হামজা।

বর্ণবিন্যাস ও মুদ্রনে ঃ রাহেলা প্রিন্টার্স ১৯৪/২ ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০।

মূল্য ঃ ৪০/- (চল্লিশ টাকা মাত্র)।

প্রাপ্তিস্থান ঃ ১। ইসলামী প্রকাশনী ২৩, লুৎফর রহমান লেন, সুরিটোলা, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল ঃ ০১৮৫৫-৫৬৬৬২৫

২। হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, ৩৮ নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল ঃ ০১৯১১-৭২৫৯২০

৩। তাওহীদ প্রকাশনী ৯০, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০

৪। আহলে হাদীস লাইব্রেরী, ২১৪, বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০।

৫। আল্লামা আলীমুদ্দীন একাডেমী, ৯০ হাজী আব্দুল্লাহ সরকার, ঢাকা-১১০০ লেন।

৬। দারুস সালাম, পাবলিকেশন্স, ৩০/ মালিটোলা রোড, ঢাকা-১১০০।

৭। খুলনা সিটি আলহাদিস জামে মসজিদ, ৬৯, খানজাহান আলী রোড, খুলনা।

৮। আল মাহাদ আস সালাফী, নিজখামার, খুলনা।

৯। A.K.M Zillur Rahman Jilani, 396 Green lane SE9 3TQ London, U.K

১০ লেখকের নিজস্ব ঠিকানা- আড়ংঘাটা, দৌলতপুর, খুলনা।মোবা ঃ ০১৭১৪৪৪২০৫৮

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ – وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ اَجْمَعِيْنَ

ইসলাম পৃথিবীতে এসেছে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। পৃথিবীতে সুখ শান্তি আর আখিরাতের অনন্ত আর মৃত্যুহীন জীবনে জান্নাত লাভের পিপাসাই মানুষের একমাত্র লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে পৌছাবার জন্য মহান প্রভু সৃষ্টির শুরু থেকে নাবী ও রাসূল প্রেরণ করে সঠিক পথের সন্ধান কোনটি তা নির্দেশ করেছেন।

সর্বোত্তম ও সর্বশেষ নাবী ও রাসূল আমাদের একমাত্র রাহবার, পথ প্রদর্শক, সর্বোত্তম আদর্শ ও নেতা বিশ্বনাবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতি যা তিনি ২৩টি বছর ধরে রিসালাতের জিন্দেগীতে জগদ্বাসীকে উপহার দিয়েছেন তারই নাম সহীহ হাদীস- সহীহ সুন্নাহ। চলাফেরা, উঠাবসা, কাজকর্ম, নিদ্রা, বিশ্রাম, ইবাদাত-বন্দেগী যা কিছু উম্মাতে মুহাম্মাদী করতে চাইবে তা কিন্তু হতে হবে ঐ শ্রেষ্ঠ নাবী (সা) এর নির্ভুল, নিখাঁদ, নিখুঁত সুন্নাহ ও হাদীস অনুযায়ী। দুনিয়ার কোন ব্যক্তি তিনি যত বড় হোন না কেন বা যত বেশী সংখ্যক হোক না কেন তাঁর বা তাঁদের কথা ও আমল যদি রাসূলুল্লাহ (সা) এর সহীহ হাদীস মুতাবিক না হয় তবে তা কখনও মানা যাবে না। কেন? যেহেতু রাসূল (সা) বলেননি, করেননি বা সম্মতি দেননি তাই। এরই নাম মুহিব্বে নাবী বা ইশকে রাসূল বা ইত্তেবায়ে রাসূল (সা)। **আর যে রাসূলকে অনুসরণ করল সে তো আল্লাহকে অনুসরণ করল (কুরআন)**। আর মহানাবী (সা) বলেছেন, **যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে আমাকে ভালবাসল আর যে আমাকে ভালবাসল সে আমার সাথে জান্নাতে যাবে। অধিকন্তু যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসল না সে তো আমার নয়**। তাহলে আল্লাহ ও তাঁর নাবীকে খুশি করতে হলে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের (সা) সুন্নাত অনুসরণ ব্যতীত কোন বিকল্প নেই। তাইতো জীবন সন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে বিশ্ববাসীকে তাদের সঠিক চলার পথ নির্দেশ করেই দয়ার নাবী (সা) ঘোষণা করলেন ঃ

تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَ سُنَّتِىْ

আমি রেখে গেলাম তোমাদের জন্য দু'টি বস্তু যতকাল তোমরা এ দু'টিকে আঁকড়ে ধরে থাকবে কস্মিনকালেও পথভ্রষ্ট হবে না, তাহলো আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এ যে দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা- দু'টি প্রদীপ, কুরআন আর হাদীস। ৩য়, ৪র্থ, ৫ম আর কোন জিনিস নয়, নয় দলীল, নয় চলার পথ, ইবাদাতে, আকীদাতে, সালাতে, সিয়ামে, যাকাতে বা হাজ্জে, শরীয়াতের মাপকাঠি বা মানদণ্ড শুধুমাত্র ঐ মহানবী (সা) এর রেখে যাওয়া আইন গ্রন্থ- জীবন চলার পথের প্রমাণপঞ্জী। ঐ দুটি অমূল্য রত্ন অবলম্বন, অনুসরণ, অনুকরণ করে যারা জগতে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম মানুষ হতে পেরেছিলেন তারা কারা এবং কোন যুগে তা কি আমাদের জানবার ইচ্ছা হয় না? নিশ্চয় হয়। ঐ শুনুন জগৎ শ্রেষ্ঠ পৃথিবী ও আখিরাতেরধন্য মহাপুরুষের অমৃতবাণী ঃ

خَيْرُكُمْ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَ هُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَ هُمْ

আমার যুগ উত্তম, তার পরের যুগ ও তার পরের যুগ। তাহলে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে ইযাম ও তাবে তাবেঈনে মুকাররমদের যামানাই উত্তম, যে যামানায় কুরআন আর হাদীসের উপর জিন্দেগী ন্যস্ত করেই তারা সোনার মানুষ হয়ে কামিয়াব হয়েছেন দুনিয়া ও আখিরাতে। ঐ দু'টি বজ্রদৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করে তারা যে জীবন রেখে গেলেন তা কি আমাদের কোন প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারে না? সে সময় তো কোন দল বা মাযহাব সৃষ্টি হয়নি, হয়নি পীরালী তরীকা ও সিলসিলা। ঐ তিন যুগের সাফল্য আমরা কি জানব না? ইতিহাসের সোনালী পাতায় যে রক্ত স্বাক্ষর জান্নাতী তামান্নার অক্ষরগুলি জ্বল জ্বল করছে, পৃথিবী ঢাকা জাহলাতের আধাঁর সরিয়ে ওহীর সোনালী রশ্মি উদ্ভাসিত হয়ে যুগ যুগ ধরে দুঃখী নিপীড়িত মানুষের মুক্তির সনদ হাতের মুঠিতে ধরিয়ে দিলেন যারা, তাদেরকে কি আমরা চিনব না?

বদর, উহুদ, খন্দক, মুতা, খাইবার, তাবুক, কাদ্দেসিয়া, ইয়ারমুক আজনাদাইন, জালুলা যুদ্ধের ফলাফল কি দেখল তৎকালীন বিশ্ব? ইউরোপের স্পেন, ফ্রান্স, আর এশিয়ার করাচী মুলতান, মধ্য এশিয়ায় কামরান, মাকরান, খোরাশান, আজার বাইজান। একদিকে কাস্পিয়ান সাগর, ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর অন্যদিকে আটলান্টিক মহাসাগর আর আরব সাগর তটে যে ইসলামী ঝাণ্ডা উড্ডীন হ'ল কাদের কুরবানীতে? তারা কারা? তখনও কিন্তু প্রচলিত মাযহাবের ইমাম সাহেবদের দু'জন পৃথিবীতে জন্মও নেননি আর দু'জন মাত্র বাল্য বয়সের। আমরা দেখি কোন হিজরী সালে কার শাসনকালে কোন কোন দেশ বিজিত হল। তাহলে পরিষ্কার একটি বুঝ পয়দা হবে- ঐ যুগের মুসলিমরা কোন দলভুক্ত ছিলেন ঃ-

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হিজরী সাল/খৃষ্টাব্দ	কার সময়ে	কোন কোন দেশ বিজিত হয়
১ হিজরী/৬২২ খৃ.	বিশ্বনাবী (সা)	ইয়াসরিব (মদীনাতুন্নবী)
২হি. /৬২৩ খৃ.	ঐ	মদীনার সন্নিহিত অঞ্চল
৩-৬ষ্ট হি./৬২৭ খৃ.	ঐ	সমগ্র মদীনা ও পার্শ্ববর্তী ইলাকা
৭ম হি./৬২৮-২৯ খৃ.	ঐ	খাইবার
৮ম হি./৬৩০ খৃ.	ঐ	মক্কা বিজয়, মুতার যুদ্ধ
৯ম হি./৬৩১ খৃ.	ঐ	তাবুকের যুদ্ধ
১০ হি./৬৩২ খৃ.	ঐ	ঐতিহাসিক বিদায় হাজ্জ, সমগ্র আরব উপদ্বীপ বিজিত
১১শ হি./৬৩২ খৃ.	মহানাবীর (সা) ইন্তেকাল ও	আবু বকর (রা) খলিফা নির্বাচিত
১২শ হি./৬৩৩ খৃ.	আবু বকর (রা)	দক্ষিণ ইরাকের হিরা ও আইনে তামার বিজয়
১৪শ হি./৬৩৪ খৃ.	আবু বরক (রা) এর ইন্তি কাল ও উমর (রা) খলিফা নির্বাচিত	ফিলিস্তিন বিজয়
১৫শ হি./৬৩৬ খৃ.	ওমার (রা)	সমগ্র ইরাক জয়
১৬শ হি./৬৩৭ খৃ.	ঐ	পারস্যের রাজধানী মাদাইন বিজয়
১৭ হি./৬৩৮ খৃ.	ঐ	সমগ্র সিরিয়া বিজয়
১৯ হি./৬৪০ খৃ.	ঐ	মিশর বিজয়
২১হি./৬৪২ খৃ.	ঐ	ইস্পাহান, মাকরান কিরমান, খুরাশান, আজার বাইজান, তাবারীস্তান, জুরজান এবং কাস্পিয়ান সাগরের তীরভূমি পর্যন্ত
২২হি./৬৪৩ খৃ.	ঐ	একদিকে বলখ অন্যদিকে বারকা পর্যন্ত বিজয়
২৩-২৪হি./৬৪৪খৃ.	ঐ ওমারে (রা) শাহাদাত, উসমান (রা) খলিফা নির্বাচিত	সমগ্র আরমেনিয়া, ফারস কিরমান, সিজিস্তান, ত্রিপলি বিজিত।
২৭হি./৬৪৭ খৃ.	উসমান (রা)	সাইপ্রাস বিজয়
৩২ হি./৬৫২ খৃ.	ঐ	সিসিলী বিজয়
৩৪ হি./৬৫৫ খৃ.	হযরত উসমান (রা)	রোডস দ্বীপ বিজয়
৩৫ হি./৬৫৬ খৃ.	হযরত উসমানের (রা) শাহাদাত হযরত আলী খলিফা নির্বাচিত	
৪০ হি./৬৬১ খৃ.	আলী (রা) শাহাদাত, মুয়ারিয়া (রা) খলিফা।	
৪৮ হি./৬৬৮ খৃ.	মুয়াবিয়া (রা)	কনস্টান্টিনোপল বিজয়
৫০ হি./৬৭০ খৃ.	ঐ	তিউনিস বিজয়

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৫৫হি./৬৭৪ খৃ.	ঐ	মর্মর সাগর, ক্রীট দ্বীপ, অক্সসনদ এবং বুখারা বিজয়
৫৬ হি./৬৭৫ খৃ.	ঐ	উত্তর আফ্রিকা ও পূর্ব আটলান্টিক বিজয়

এভাবেই এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম মধ্য অঞ্চল এবং আফ্রিকার পশ্চিম, মধ্য ও উত্তরের সমগ্র অঞ্চল বিজিত হয়ে যায় আর এ বিস্তির্ণ ভূ-ভাগের বাসিন্দাগণ দলে দলে মুসলিম হয়ে যান। তখনও কিন্তু ইমাম আবু হানিফার (রহ) জন্ম গ্রহণ করতে আরো ২৪ বছর বাকী। ঐ সময় সমস্ত মুসলিম জনগণ তাহলে কি হানাফী ভাইদের ভাষায় লা মাযহাবী ছিলেন? (নাউযুবিল্লাহ) ভেবে দেখুন তো মাযহাবের জন্মের পূর্বেই ঐ সেরা আদম সন্তানগুলি কত ভাগ্যবান ছিলেন মাযহাবের নামগন্ধ না পেয়েও?

হিজরী সাল/খৃষ্টাব্দ	কার সময়ে	কোন কোন দেশ বিজিত হয়
হি. ৮৬/৭০৫ খৃ.	আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান বিন হাকাম	বাদাখশান বিজয়
হি. ৯১/৭০৯ খৃ.	আল ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক খলিফা	মেনর্কা, মের্জকা ইভিকা ও ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ জয়
হি. ৯২/৭১০ খৃ.	ঐ	বেলুচিস্তান ও সমরকন্দ জয়
হি. ৯৩/৭১১ খৃ.	ঐ	ইউরোপে স্পেন, পর্তুগাল, ভারতের দেবল (করাচী) জয়
হি. ৯৪/৭১২ খৃ.	ঐ	দক্ষিণ ফ্রান্স, পাঞ্জাব, মুলতান, মানসুরা, মাহফুজা প্রভৃতি অঞ্চল বিজয়।

এই সব দেশ যখন মুসলিম সেনাপতি মূসা বিন নুসাইর, তারিক বিন যিয়াদ, তারিক বিন মালিক, উকবা বিন নাফে, ইমাদউদ্দীন মুহাম্মদ বিন কাসিম প্রমুখ কর্তৃক বিজিত হল আর ঐ সব ভূ-খণ্ডে প্রথম বারের মতে মুসলিম পতাকা উড়ল, মুসলিম শাসন, আইন ও বিচার চালু হল তখন কিন্তু মহামতি ইমাম আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত (রহ) এর বয়স মাত্র ১৪ বছর, ইমাম মালিক (রহ) এর বয়স মাত্র এক বছর, ইমাম শাফেঈ (রহ) এর জন্ম নিতে তখনও ৫৬ বছর বাকী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ) এর পৃথিবীতে আসতে বাকী ৭০ বছর।

তাহলে যারা মাযহাব মানেনি বা মাযহাবের নামও শুনেনি তারাই বিশ্ববিজয়ী ভাগ্যবান ছিলেন। এক ঐক্যবদ্ধ মুসলিম মিল্লাত সেই আল কুরআন ও সুন্নাতে নাববীকে বজ্রদৃঢ় মুষ্টিতে ধরে যেমন জগত বিজয় করেছিলেন তেমনি তারা ঈমান, আকিদায়, সালাত, সিয়াম, যাকাত ও হাজ্জে হুবহু মহানবী (সা) কে অনুকরণ অনুসরণ করেছিলেন। কেননা তখন তো মাযহাবের দোহাই দিবার কোন মওকাই ছিলনা। ছিলনা ইজমা, কিয়াস ও ফিকহী মতবাদের ধুম্রজাল। সেই চমক সৃষ্টির যুগটাই তো বিশ্বনবীর ভাষায় উত্তম ও সোনালী যুগ। ইহুদী, খৃষ্টান পৌত্তলিক, অগ্নি উপাসক আর বহু ঈশ্বরবাদী অথবা নাস্তিক তখন অবাক বিস্ময়ে দেখছিল ইসলামের কি অজেয় শক্তি, ইবাদাত বন্দেগীর কি আকর্ষণীয় জযবা আর ঈমানী তেজ। তাই সেদিন তারা মুসলিমকে দেখে ইসলাম চিনেছিল, জেনেছিল আর ভক্তিভরে প্রবল আগ্রহে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। অথচ বড়ই আফসোসের বিষয়! মাযহাব সৃষ্টি করে অখণ্ড

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মিল্লাতকে খণ্ড বিখণ্ড করে মুসলিম আর ঈমানী কুওয়াত হারিয়ে ফেলল এবং আত্মকলহে নিমজ্জিত হয়ে ইসলামের সেই জ্যোতি হাতছাড়া করে এমন এক স্থানে এসে উপনীত হল যে, মুসলিমকে দেখে আর ইসলাম চেনা যায় না। তাই তো মহানবী (সা) দুঃখ করে বলেছিলেন ঃ

مَنْ يَعِشْ بَعْدِىْ فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ

আমার পরে তোমরা যারা জীবিত থাকবে তারা বহু মতবাদ দেখতে পাবে তখন তোমরা আমার সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ ধরে থাকবে।

আল্লাহর নাবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেন ঃ বনি ইসরাইলেরা যা হয়েছিল আমার উম্মাতেরও ঠিক তাই হবে, যেভাবে এক পায়ের জুতা অপর পায়ের মত হয়। এমনকি যদি তাদের মধ্যে এমন কেউ থাকে যে নিজের মায়ের সাথে কু-কাজ করেছিল, আমার উম্মাতের মধ্যেও তেমন লোক এরূপ কাজ করবে। এছাড়া বনি ইসরাইল বিভক্ত হয়েছিল ৭২ দলে আর আমার উম্মাত বিভক্ত হবে ৭৩ দলে। এদের সকলেই জাহান্নামে যাবে মাত্র একটি দল ব্যতীত। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কোন দলে হে আল্লাহর রাসূল (সা)? তিনি বললেন, , আজকের দিনে আমিও আমার সাহাবীগণ যে পথের উপর আছি তারা সেই পথেই থাকবে। দেখুন বাংলা মিশকাত শরীফঃ নূর মুহাম্মদ আজমী অনূদিত ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮১-১৮২, হাদীস নং ১৬৩ (৩১)।

উক্ত দুটি হাদীসে একটা বিষয়ে দিবালোকের মত স্পষ্ট ও সত্য যে, নাবী (সা) এর ইন্তিকালের পর খুলাফায়ে রাশেদীন এবং সাহাবা আজমাঈনের জীবিত কালে কোন মাযহাবের জন্ম হয় নাই যে মাযহাব আজ বিভিন্ন নামে প্রচলিত তার প্রতিষ্ঠার বা আবিষ্কারের বহু পূর্বে ঐ সোনালী যামানা গত হয়েছে। সেই যামানার সেই পথে চলতে কি কারো আপত্তি থাকতে পারে, যদি জাহান্নামে যাবার ভয় থাকে? যদি জান্নাতে যাবার আকাংখা হয় আর ঐ একটি দলভুক্ত থাকবার বাসনা জাগে তবে আল কুরআন ও রাসূলের (সা) সুন্নাহর অনুসরণ অনুকরণ ব্যতীত কোন দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ পথ নেই। কোন মাযহাবের দোহাই দিয়ে মাযহাবভুক্ত হবার, কোন তরীকার দোহাই দিয়ে তরীকাবন্দী হবার কোন প্রকার মওকা নেই।

এখন একটা কৌতুহল জাগতে পারে যে, এই প্রচলিত মাযহাবটা হল কখন আর ইমাম সাহেবদের জন্ম মৃত্যু কখন হল আর মাযহাবের আবিষ্কারের বিষয়টি ঐ সকল ইমাম এবং মহা মনীষীদের মৃত্যুর কত বছর পর হয়েছে।

সঠিক ইতিহাস সত্য কথাই বলে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এবার মাযহাব সৃষ্টি কখন হল এ সম্পর্কে ভারত রত্ন উস্তাযুল হিন্দ শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ) কি বলেন শুনুন ঃ

اِعْلَمْ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا قَبْلَ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ غَيْرَ مُجْمِعِيْنَ عَلَى التَّقْلِيْدِ الْخَالِصِيْنَ لِمَذْهَبٍ وَاحِدٍ بِعَيْنِه

তোমরা জেনে রেখ ৪০০ হিজরীর পূর্বে লোকেরা কোন একটি বিশেষ মাযহাবের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলনা (হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫২, রাশিদীয়া প্রেস দিল্লী)। এই দলীলের ভিত্তিতে মাযহাব সৃষ্টি হিজরী ৪০০ সালের পর।

এখন দেখা যাক কার মৃত্যুর কত বছর পর মাযহাব হল ঃ

মহানবী (সা) ও খুলাফায়ে রাশেদীন	জন্ম ও মৃত্যু	মৃত্যু সন	মাযহাব সৃষ্টি কাল-মৃত্যু সন	মাযহাব সৃষ্টি মৃত্যুর কত বছর পর
বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)	৫৭০-৬৩২ খৃ.	১১ হিজরী	৪০০-১১ হি .=	৩৮৯ বছর পর
আবু বকর সিদ্দিক (রা) ১ম খলিফা	৫৭২-৬৩৪ খৃ.	১৩ হি.	৪০০ - ১৩ হি.=	৩৮৭ "
উমার ফারুক (রা) ২য় খলিফা	৫৮৩-৬৪৪ খৃ.	২৪ হি.	৪০০- ২৪ হি. =	৩৭৬ "
উসমান গনী (রা) ৩য় খলিফা	৫৭৬-৬৫৬ খৃ.	৩৫ হি.	৪০০-৩৫ হি. =	৩৬৫ "
আলী কাররামল্লাহ অজহ (রা) ৪র্থ খলিফা	৫৮০-৬৬১ খৃ.	৪০ হি.	৪০০-৪০ হি. =	৩৬০ "

প্রসিদ্ধ চার ইমাম (রহ)

ইমাম আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত (রহ)	৮০-১৫০ হি.	১৫০ হি.	৪০০-১৫০ =	২৫০ বছর পর
ইমাম মালিক বিন আনাস (রা)	৯৩-১৭৯ হি.	১৭৯ হি.	৪০০-১৭৯ =	২২১ "
ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদরিস আশ শাফেঈ (রহ)	১৫০-২০৪হি.	২০৪ হি.	৪০০-২০৪ =	১৯৬ "
ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ)	১৬৪-২৪১হি.	২৪১ হি.	৪০০-২৪১ =	১৫৯ "

বিখ্যাত ছয়খানি হাদীস গ্রন্থ সংকলকবৃন্দ (রহ)

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী (রহ)	হি. ১৯৪-২৫৬	২৫৬ হি.	৪০০-২৫৬ =	১৪৪ বছর পর
ইমান আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ নিশাপুরী (রহ)	হি. ২০৪-২৬১	২৬১ হি.	৪০০-২৬১=	১৩৯ "
ইমাম আবু দাউদ সিজিস্তানী (রহ)	হি. ২০২-২৭৫	২৭৫ হি.	৪০০-২৭৫ =	১২৫ "
ইমাম আবু ঈসা আত তিরমিযী (রহ)	হি. ২০৯-২৭৯	২৭৯ হি.	৪০০-২৭৯ =	১২১ "
ইমাম আব্দুর রহমান আহমদ আন নাসাঈ (রহ)	হি. ২১৫-৩০৩	৩০৩ হি.	৪০০-৩০৩ =	৯৭ "
ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ (রহ)	হি. ২০৯-২৭৩	২৭৩ হি.	৪০০-২৭৩ =	১২৭ "

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অন্যান্য মশহুর ইমাম ও হাদীস সংকলকবৃন্দ (রহ)

নাম	জন্ম ও মৃত্যু	মৃত্যু	মাযহাব সৃষ্টি কাল-মৃত্যু সন	মাযহাব সৃষ্টি মৃত্যুর কত বছর পর
ইমাম আবু ইউসুফ (রহ)	হি. ১১৩-১৮২	১৮২ হি.	৪০০-১৮২ =	২১৮ বছর পর
ইমাম মুহাম্মদ আশ শায়বানী (রহ)	হি. ১৩২-১৮৯	১৮৯ হি.	৪০০-১৮৯ =	২১১ "
ইমাম আবু দাউদ তায়লেসী (রহ)	-১০৪ হি.	১০৪ হি.	৪০০-১০৪ =	২৯৬ "
ইমাম সুফিয়ান সাউরী (রহ)	হি. ৯৭-১৬১	১৬১ হি.	৪০০-১৬১ =	২৩৯ "
ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়ানাহ (রহ)	হি. ১০৭-১৯৮	১৯৮ হি.	৪০০-১৯৮ =	২০২ "
ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ)	হি. ১১৮-১৮১	১৮১ হি.	৪০০-১৮১ =	২১৯ "
ইমাম আওযায়ী (রহ)	হি. ৮৬-১৫৬	১৫৬ হি.	৪০০-১৫৬ =	২৪৪ "
ইমাম ইয়াযিদ বিন হারুন (রহ)	হি. ১১৭-২০৬	২০৬ হি.	৪০০-২০৬ =	১৯৪ "
ইমাম ইয়াহয়া ইবনে মুঈন (রহ)	হি. ১৫৬-২৩৩	২৩৩ হি.	৪০০-২৩৩ =	১৬৭ "
ইমাম ইবনে ইসহাক (রহ)	হি. ৮৫-১৫১	১৫১ হি.	৪০০-১৫১ =	২৪৯ "
ইমাম শিহাবুদ্দীন আয যুহরী (রহ)	-১২৪হি.	১২৪ হি.	৪০০-১২৪ =	২৭৬ "
ইমাম আলী বিন মাদিনী (রহ)	হি. ১৬১-২৩৪	২৩৪ হি.	৪০০-২৩৪ =	১৬৬ "
ইমাম আতা বিন আবি রিবাহ	-১১৪ হি.	১১৪ হি.	৪০০-১১৪ =	২৮৬ "
ইমাম দারেমী	হি. ১৮১-২৫৫	২৫৫ হি.	৪০০-২৫৫ =	১৪৫ "
ইমাম জারীর আত তাবারী	হি. ২২৪-৩১০	৩১০ হি.	৪০০-৩১০ =	৯০ "
ইমাম দারাকুতনী	হি. ৩০৬-৩৮৫	৩৮৫ হ.	৪০০-৩৮৫ =	১৫ "
ইমাম ইবনে খুজায়মাহ	হি. ২২৩-৩১১	৩১১ হি.	৪০০-৩১১ =	৮৯ "

প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ সংকলকবৃন্দ (রহ)

নাম	জন্ম ও মৃত্যু	মৃত্যু	মাযহাব সৃষ্টি কাল-মৃত্যু সন	মাযহাব সৃষ্টি মৃত্যুর কত বছর পর
ইমাম আবি আওয়ানা (রহ)	-৩১৭হি.	৩১৭হি.	৪০০-৩১৭ =	৮৩ বছর পর
ইমাম বাইহাকী (রহ)	হি. ৩৮৪-৪৫৮	৪৫৮হি.	৪৫৮-৪০০ =	৫৮ পূর্বে
ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ)	হি. ২৭০-৩৫৪	৩৫৪হি.	৪০০-৩৫৪ =	৪৬ বছর পর
ইমাম তাবারানী (রহ)	-৩৬০	৩৬০হি.	৪০০-৩৬০ =	৪০ বছর পর
ইমাম হাকেম (রহ)	-৪০৫	৪০৫হি.	৪০৫-৪০০ =	৫ পূর্বে
ইমাম আবু বকর আব্দুল্লাহ (রহ)	হি.১৫৬-২৩৯	২৩৯হি.	৪০০-২৩৯ =	১৬১ বছর পর

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কাসের বিন আসবাগ (রহ)	-৩৪০ হি.	৩৪০হি.	৪০০-৩৪০	৬০ বছর পর

বিখ্যাত সূফী সাধকবৃন্দ (রহ)

নাম	জন্ম ও মৃত্যু	মৃত্যু	মাযহাব সৃষ্টি কাল-মৃত্যু সন	মাযহাব সৃষ্টি মৃত্যুর কত বছর পর
ইমাম হাসান আল বসরী (রহ)	হি. ২০-১১০	১১০ হি.	৪০০-১০=	২৯০ বছর পর
তাপসী রাবেয়া বসরী (রহ)	হি.৯৩/৯৬-১৮৫	১৮৫ হি.	৪০০-১৮৫ =	২১৫ বছর পর
যুনুন আল মিছরী (রহ)	হি.১৮০-২৪৫	২৪৫ হি.	৪০০-২৪৫ =	১৫৫ "
মারুফ আল কারখী (রহ)	২০০ হি.	২০০ হি.	৪০০-২০০ =	২০০ "
বাইজিদ বোস্তামী (রহ)	২৬০ হি.	২৬০ হি.	৪০০-২৬০ =	১৪০ "
জুনায়েদ বাগ্‌দাদী (রহ)	২৯৮ হি.	২৯৮ হি.	৪০০-২৯৮ =	১০২ "

মাযহাব সৃষ্টির পরে জন্ম গ্রহণ করেও যে সকল বরেণ্য মনীষীবৃন্দ হানাফী ছিলেন না বিখ্যাত সূফী সাধকবৃন্দ (রহ)

নাম	জন্ম ও মৃত্যু	মৃত্যু	মাযহাব সৃষ্টি কাল-মৃত্যু সন	মাযহাব সৃষ্টি মৃত্যুর কত বছর পর
ইমাম ইবনে আব্দুল বার (রহ)	৪৬৩ হি.	৪৬৩ হি.	৪৬৩-৪০০ =	৬৩ বছর পর
ইমাম ইবনুল আসীর (রহ)	৬৩০ হি.	৬৩০ হি.	৬৩০-৪০০ =	২৩০ "
ইমাম গাজ্জালী (রহ)	৪৫০-৫৫৫ হি.	৫৫০ হি.	৫৫০-৪০০ =	১৫০ "
শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ)	৪৭০-৫৬০ হি.	৫৬১ হি.	৫৬১-৪০০ =	১৬১ "
শাইখ নিযামুদ্দিন আউলিয়া (রহ)	৬৩৪-৭২৫ হি.	৭২৫ হি.	৭২৫-৪০০ =	৩২৫ "
ইমাম ইবনে হাযম (রহ)	৩৮৪-৪৫৬ হি.	৪৫৬ হি.	৪৫৬-৪০০ =	৫৬ "
ইমাম জাওজী (রহ)	হি. ৫১০-৫৯৭	৫৯৭ হি.	৫৯৭-৪০০ =	১৯৭ "
ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ)	হি. ৬৬১-৭২৮	৭২৮ হি.	৭২৮-৪০০ =	৩২৮ "
ইমাম যাহাবী (রহ)	হি. ৬৭৩-৭৪৮	৭৪৮হি.	৭৪৮-৪০০ =	৩৪৮ "
ইমাম হাফেজ ইবনুল কাইয়্যেম (রহ)	হি. ৬৯১-৭৫১	৭৫১ হি.	৭৫১-৪০০ =	৩৫১ "
ইমাম ইবনে কাসীর (রহ)	-৭০৪ হি.	৭০৪ হি.	৭০৪-৪০০ =	৩০৪ "
ইমাম হাজার আসকালানী (রহ)	হি. ৭৭৩-৮৫২	৮৫২ হি.	৮৫২-৪০০ =	৪৫২ "
ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ)	১৭০৩-১৭৬৩খৃ.	১১৭৬হি.	১১৭৬-৪০০ =	৭৭৬ "
শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব নজদী (রহ)	১৭০৩-১৭৮৭খৃ.	১১৭৯হি.	১১৭৯-৪০০ =	৭৭৯ "
শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ)	১৭৭৮-১৮৩১খৃ.	১২৪৬হি.	১২৪৬-৪০০ =	৮৪৬ "
সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী শহীদ (রহ)	১৭৮৬-১৮৩১খৃ.	১২৪৬হি.	১২৪৬-৪০০ =	৮৪৬ "

উল্লেখিত মনীষীবৃন্দ তাদের জগতবিখ্যাত গ্রন্থ রচনা দ্বারা জগতকে আলোকিত করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত ঐসব অমূল্য কিতাব জ্ঞান পিপাসুদের মৌলিক গ্রন্থরূপে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সঠিকপথ প্রদর্শন করতেই থাকবে। এ গ্রন্থগুলিই হক প্রতিষ্ঠার বেনযীর দলীলরূপে সমাদৃত। আল কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ সঠিক ভাবে বুঝবার জন্য এবং বুঝাবার জন্য, তাওহীদ ও সুন্নাহ প্রতিষ্ঠার জন্য, শির্ক ও বিদ'আত নির্মূলের জন্য শরীয়াতের নামে রসম রেওয়াজ, দেশাচার, বাপদাদার দোহাই ছেড়ে অনাচার ও অপসংস্কৃতি দূরীকরণের জন্য, আল কুরআনের অপব্যাখ্যা অপনোদনের জন্য, জাল, জয়ীফ, মওযু ও বানোয়াট হাদীস চিহ্নিত করে হাদীস নামে প্রচলিত জঞ্জাল মুক্ত করে সহীহ হাদীস যথার্থ রূপে নিরূপণ করার জন্য এবং যা ইসলাম নয় তাকেই ইসলামী বলে চালিয়ে দিয়ে যে অনাসৃষ্টি হয়েছে তাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য,ইসলাম থেকে কিছু বের করে আর খায়েশের তাবেদারী করে নতুন কিছু ইসলামে ঢুকিয়ে যে সর্বনাশ করা হয়েছে, তা সংস্কার জন্য যে সমস্ত জগতবরেণ্য মনীষীবৃন্দ কলমী জিহাদ চালিয়ে ইসলামকে পরিশীলিত ও আদি অকৃত্রিম আসল রূপে তুলে ধরেছেন যারা মাযহাবী তাকলীদের বন্ধন মুক্ত ছিলেন তাদের মাত্র কয়েক জনের নাম ও রচিত গ্রন্থ তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল-

ক্রমিক নং	রচিত কিতাবের নাম	লেখক বা গ্রন্থকারের নাম
১	আল জামেউস সহীহ বুখারী	মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী (রহ)
২	কিতাবুল মুয়াত্তা	ইমাম মালিক বিন আনাস (রহ)
৩	কিতাবুল উম্ম	ইমাম শাফেঈ (রহ)
৪	মুসনাদে আহমেদ	ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ)
৫	সহীহ মুসলিম শরীফ	ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম (রহ)
৬	আবু দাউদ শরীফ	ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান (রহ)
৭	তিরমিযী শরীফ	আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত তিরমিযী (রহ)
৮	ইবনে মাজাহ শরীফ	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মাজাহ (রহ)
৯	নাসাঈ শরীফ	আব্দুর রহমান আহমদ আন নাসাঈ (রহ)
১০	সুনানে দারেমী	আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান (রহ)
১১	সহীহ ইবনে খুজায়মাহ	মুহাম্মদ বিন আবু বকর ইবনে খুজায়মাহ (রহ)
১২	সহীহ ইবনে হিব্বান	মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান (রহ)
১৩	দারাকুতনী	আবুল হাসান আলী বিন উমার আত দারাকুতনী (রহ)
১৪	সুনানে কুবরা বাইহাকী শরীফ	আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন বাইহাকী (রহ)
১৫	মুস্তাদরাকে হাকেম	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ (রহ)
১৬	মু'জাম আত তাবারানী	আবুল কাসেম সুলাইমান বিন আহমদ (রহ)

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১৭	মুসনদে আবি আওয়ানাহ	আবি আওয়ানা ইয়াকূব বিন ইসহাক (রহ)
১৮	মুসনদে আবু দাউদ তায়লেসী	আবু দাউদ তায়লেসী (রহ)
১৯	মুসান্নাফে আবি শাইবা	আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম (রহ)
২০	মুসান্নাফে আব্দুল রাজ্জাক	আব্দুর রাজ্জাক (রহ)
২১	আত তামহীদ	ইউসুফ বিন আব্দুল বার (রহ)
২২	নয়লুল আওতার	মুহাম্মদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ শওকানী (রহ)
২৩	আজ জামে সুফিয়ান সাউরী	সুফিয়ান সাউরী (রহ)
২৪	আত তারগীব ওয়াত তারহীব?	হাফেয আব্দুল আযীয (রহ)
২৫	বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম	হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ)
২৬	আল ইসাবা' ফি তমঈয আস সাহাবা	ইমাম ইবনে হাজার আসাকালানী (রহ)
২৭	ফতহুল বারী শরাহ সহীহ আল বুখারী	ঐ
২৮	তাকরীবুত তাহজীব	ঐ
২৯	তাহজীবুত তাহজীব	ঐ
৩০	মীজানুল ইতিদাল এবং তাজরিদুস আসমাঈস সাহাবা	শামসুদ্দীন যাহাবী (রহ)
৩১	তাজকিরাতুল হুফফাজ	ঐ
৩২	আল ইস্তিয়াব	ইবনে আব্দুল বার (রহ)
৩৩	তামহীদ	ঐ
৩৪	উসদুলগাবা ফী মারিফাতিস সাহাবা	ইবনুল আসির (রহ)
৩৫	তারীখ ফিল কামিল	ঐ
৩৬	তাফসীর ইবনে কাসীর এবং আল তাকমীল	ইবনে কাসীর (রহ)
৩৭	আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া	ঐ
৩৮	ফাতাওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া (৩৭ খন্ড) সহ ৫০০ কিতাব রচনা করেন	শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ)
৩৯	১। জামে উল বায়ান ফী তাফসীরুল কুরআন ২। আখবার আর রাসূল ওয়াল মূলক	আল্লামা জরীর আত তাবারী (রহ)
৪০	যাদুল মা'আদ এবং কিতাবুর রূহ	হাফেয ইবনুল কাইয়্যিম (রহ)
৪১	আল মাওজুআত	ইবনুল জওজী (রহ)
৪২	আল মাওজুয়াত	ইবনে আব্দুল বার (রহ)

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৪৩	কিতাবুল জুআফা	ইমাম বুখারী, ইমাম নাসাঈ, ইবনে হিব্বান (রহ)
৪৪	ঐ	ইমাম দারাকুতনী, হাকিম হাসান নিশাপুরী (রহ)
৪৫	সিরাতে রাসূলুল্লাহ্	ইবনে ইসহাক (রহ)
৪৬	কিতাবুল মাগাজী	ইমাম শিহাবউদ্দীন জহুরী (রহ)
৪৭	ঐ	মুসা বিন উকবা (রহ)
৪৮	কিতাব তারিখ আল মাগাজী	আল ওয়াকিদী (রহ)
৪৯	ইকদুল ফরিদ	ইবনে আবদে রাব্বিহী (রহ)
৫০	কিতাবুল ইবার দিওয়ান আল মুবতাদা আল খবর ফী আইয়্যাম আল আরব আজম ওয়াল বারবার	ইবনে খালদুন (রহ)
৫১	তাবাকাত ইবনে সাদ	ইবনে সাদ (রহ)
৫২	সিরাত ইবনে হিশাম	ইবনে হিশাম (রহ)
৫৩	ফুতহুল বুলদান	আল বালাজুরী (রহ)
৫৪	কিতাবুল মা'রিফ	আল দিনওয়ারী (রহ)
৫৫	কিতাব আল আন্দালুস	মুহাম্মদ ইবনে মুসা আর রাজী (রহ)
৫৬	কিতাব আল বুলদান	আল ইয়াকুবী (রহ)
৫৭	ওয়াফিয়াত আল আইয়ান	ইবনে খাল্লিকান (রহ)
৫৮	মিয়ারুল হক	আল্লামা নযীর হুসাইন দেহলভী (রহ)
৫৯	আহলে হাদীস কা মাযহাব	আল্লামা সানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহ)
৬০	মাশারিকুল আনোয়ার	সাঈদ হাসান সাগানী লাহোরী (রহ)
৬১	আল লু লু ওয়াল মারজান	হাফেয মুহাম্মদ ফুয়াদ আল বাকী (রহ)
৬২	আউনুল মাবুদ	আল্লামা শামসুল হক ডিয়ানভী (রহ)
৬৩	তুহফাতুল আহওয়াজী	আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহ)

ইমাম আবু হানিফা (রহ) এর লিখিত কোন কিতাব কি পৃথিবীতে আছে? এত সুধীজনের লিখিত কিতাব জগদ্বাসীকে চমৎকৃত করল অথচ ইমাম সাহেবের কোন কিতাবের নাম তালিকায় এলনা কেন? ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল প্রমুখের কিতাবের বিশেষ করে হাদীসের কিতাব পৃথিবীতে এখনও বিদ্যমান। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহ) এর কোন হাদীসের কিতাব নেই। তিনি তা সংকলন করেন নি। অথচ তার শাগরেদ প্রখ্যাত ইমাম আবু ইউসুফের "কিতাবুল খারাজ" ইমাম মুহাম্মদের (রহ) কিতাব "মুয়াত্তা মুহাম্মদ" "মাবসুত" প্রভৃতি কিতাব

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আছে। ইমাম সাহেবের কোন কিতাব পৃথিবীতে কেন নেই সে সম্পর্ক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত শাহেদ আলী সম্পাদিত ইসলামে চিন্তার বিকাশ পৃষ্ঠা ১৮০ প্রকাশ কাল ১৯৭৯ তে লেখা আছে ঃ "কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, ইমাম সাহেবের মূল সংকলন বহু শতাব্দী পূর্বেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে, পৃথিবীর কোন গ্রন্থগারে তার সন্ধান পাওয়া যায় না। ইমাম রাজী প্রায় সাত বছর পূর্বে মানাকিবুশ শাফেয়ী পুস্তকে ইমাম আবু হানিফার (রহ) গ্রন্থসমূহের দুস্প্রাপ্যতা ও বিলুপ্তির কথা লিখে গেছেন।"

তবুও বাজারে অনেক কিতাব মহামতি ইমাম আবু হানিফা (রহ) এর নামে চালু। অনেক কিতাবেও লেখা থাকে। অনেক আলেমও বলে থাকেন। কিন্তু ঐ সবের যে কোন প্রমাণ, দলীল বা ভিত্তি নেই তা উল্লেখিত তথ্যে দেখতে পেলেন। "ফিকহুল আকবর" কিতাবটিকে ইমাম সাহেবের বলা হয়। আদতে তা ঠিক নয়। এই কিতাবের লেখক হলেন ঃ আল হাকাম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা ইবনে আব্দুর রহমান আবু মুতী আল বলখী। জন্ম ১১৫ হিজরী, মৃত্যু ১৯৯ হিজরী অর্থাৎ ৮৪ বছর বয়সে মৃত্যু।

আর একখানি কিতাব যা মুসনাদে আবু হানিফা নামে খ্যাত আসলে তা মুসনাদে খাওয়ারেযমী। কিতাব খানি আবুল মুয়াইদ মুহাম্মদ ইবনে মাহমুদ ইবনে খাওয়ারেযমী কর্তৃক লিখিত। লেখকের জন্ম ৫৯৩ হিজরীতে আর মৃত্যু ৬৫৫ হিজরীতে। ইমাম সাহেবের মৃত্যুর ৪৪৩ বছর পর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এই মুসনাদ খানি কাসেম বিন কুৎলুবোগা (৮০২ হিজরী- ৮৭৯ হিজরী) কর্তৃক পরবর্তী কালে সম্পাদিত (দেখুন মুসলিম জাতির কেন্দ্রবিন্দু, আল্লামা আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন নদীয়াভী পৃষ্ঠা ৬৯ ও ৭২)।

মূলতঃ ইমাম আবু হানিফা (রহ) কোন হাদীসের কিতাব সংকলন করেননি, করে থাকলে অবশ্যই ইতিহাস তার সন্ধান দিত। যেমন তার প্রসিদ্ধ ছাত্র ইমাম মুহাম্মদ শাইবানী "মুয়াত্তা মুহাম্মদ" নামক একখানি হাদীসের কিতাব লিখেছেন। এই কিতাব খানিতে ১১৮০টি রেওয়ায়েত আছে। এর মধ্যে ইমাম মালেকের ১০০৫টি এবং ইমাম আবু হানিফার সূত্রে মাত্র ১৩টি ও ইমাম আবু ইউসুফ সূত্রে ৪টি রেওয়ায়েত সন্নিবেশিত (মুয়াত্তা মুহাম্মদ-পৃ. ৫)। তাহলে বুঝা গেল যার ছাত্র তা রেওয়ায়েত মাত্র ১৩টি। এতে কি প্রমাণ হয়না হাদীস সংকলনের ব্যাপারে অন্য ইমামগণ অগ্রণী ছিলেন প্রচলিত চার মাযহাব চার ইমামের নামে। কিন্তু একমাত্র ইমাম আবু হানিফা (রহ) ব্যতীত বাকী তিনজন ইমামের লিখিত হাদীস গ্রন্থ আছে। যেমন ঃ

১। ইমাম মালিকের (রহ) কিতাবুল মুয়াত্তা যা মুয়াত্তা মালেক নামে সুপরিচিত।
২। ইমাম শাফেঈ (রহ) এর কিতাবের নাম কিতাবুল উম্ম।
৩। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের (রহ) কিতাবের নাম মুসনাদে আহমদ।

ইমাম আবু হানিফা (রহ) এর কোন হাদীস গ্রন্থ যেমন নেই তেমনি নেই তার রচিত কিতাব। তবে তার অনুসারীগণ তার বিভিন্ন উক্তি বিভিন্ন ফিকাহর কিতাবে মাসআলা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রূপে বা সিদ্ধান্ত ও মতামত রূপে উদ্ধৃত করেছেন। তবে সনদ বিহীন ভাবে বলা হয়েছে। ফলে গ্রহণযোগ্যতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাদীসের সাথে বৈপরীত্য হওয়ায় প্রশ্নবিদ্ধ ও পরিত্যক্ত হয়েছে। তার রায় বা ব্যক্তিগত মতামত তার বিখ্যাত ছাত্র যেমন ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ , ইমাম যুফার প্রমুখ গ্রহণ না করে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন, ফলে জটিলতা কেবল বৃদ্ধিই পেয়েছে। কিয়াস বা অনুমান আর কল্পনার দৌড় এত প্রবল হয়েছে যে তা লিপিবদ্ধ করে অনেক কিতাব যেমন হয়েছে তেমনি মাসআলার সংখ্যার ধরণ ও বিভিন্নতা বৃদ্ধি পেয়ে বিষয়টি জটিল হয়েছে। ফিকাহর কিতাব বৃদ্ধি পেলেও মাসআলার উত্তরে হাদীস চরমভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। কেননা আমরা দেখতে পেয়েছি মাযহাব সৃষ্টির অনেক বছর পূর্বেই হাদীসের কিতাব, রিজালের কিতাব ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থ বহু মুহাদ্দিস কর্তৃক লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। তখন যদি ঐ সব সহীহ হাদীসের সাহায্য নেয়া হত তাহলে অন্ধঅনুকরণের, গোঁড়ামী আর রেওয়াজের নিকট অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করে ভ্রাতৃকলহ ও ইবাদাতের গলদটাকে আঁকড়ে ধরার জেদ আদৌ থাকত না। কেননা অনুসরণীয় ইমাম আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত (রহ) যেখানে বলেছেন ঃ

إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ

সহীহ হাদীস পাওয়া গেলে উহাই আমার মাযহাব (কালিমাত তাইয়্যেবা, পৃষ্ঠা ৩০, ইমাম শারানী (রহ) এর কিতাব মিযান ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৩০)

ইমাম মালিক (রহ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ব্যতীত সকলের কথা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে। বিনা বিচারে কারো উক্তি গ্রহণযোগ্য নয় (হুজ্জাতুল্লাহ)। ইমাম শাফেঈ (রহ) বলেছেন, আমার কথা যখন হাদীসের খেলাপ দেখতে পাবে তখন হাদীসের উপর আমল করবে আর আমার কথা দেয়ালের উপর নিক্ষেপ করবে। (মিযান ১ম খণ্ড ৬৬ পৃষ্ঠা)।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ) বলেন, আল্লাহ ও রাসূলের (সা) কথার উপর অন্য কোন লোকের কথার স্থান নাই (মিযান ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৬৭)।

ইমাম আবু হানিফা (রহ) এর প্রখ্যাত ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম যুফার ও আফিয়া বিন যায়দ (রহ) বলেন ঃ কোন লোকের জন্য আমাদের কথা দ্বারা ফাতওয়া দেয়া হালাল নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কোথা হতে বলেছি তা তারা অবগত না হবে। (ইকদুল ফরিদ পৃষ্ঠা ঃ ৫৬)।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এ সকল দলীল ভিত্তিক মন্তব্য দ্বারা জানা গেল যে, সকল ইমাম ও তাদের প্রখ্যাত ছাত্র ইমাম সাহেবগণও আল্লাহর কালাম ও রাসূলের (সা) সহীহ সুন্নাহ মুতাবিক ফাতওয়া দিতে হুকুম করেছেন।

এবার আমরা আহলে হাদীস কারা এবং এ নাম কোথা হতে পাওয়া গেল আর এদের কথার দলীল কি সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করি।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا رَأَى الشَّابُّ قَالَ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ اَنْ نُوَسِّعَ لَكُمْ فِي الْمَجْلِسِ وَاَنْ نُفْهِمُكُمْ الْحَدِيْثَ أَنْتُمْ خُلُوْفُنَا أَهْلَ الْحَدِيْثَ بَعْدَنَا -

আবু সাঈদ খুদরী (রা) মুসলিম যুবককে দেখলে বলতেন, মারহাবা! রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাদেরকে দেখলে আদর করে আমাদেরকে বসার ব্যবস্থা করতে ও হাদীস শিক্ষা দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং তোমাদের নিকট যেন আমরা বলি, হে যুবক! তোমরাই হবে আমাদের স্থলাভিষিক্ত এবং আমাদের পরবর্তী আহলে হাদীস (শরফু আসহাবুল হাদীস, হাফেয আহমদ বিন আলী আল খতিব বাগদাদী, মৃত্যু ৪৬৩ হিজরী, মাকতুবাতুল মানার, লেবানন)। ইমাম সুয়ূতী উল্লেখিত রেওয়ায়েতের সনদ সম্পর্কে লিখেছেন, উক্ত সনদে বর্ণিত হাদীস ইমাম বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সহীহ (মুসতাদারেক হাকেম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৮)।

আহলে হাদীসের বক্তব্য কি?

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আহলে হাদীসের স্বভাব হল তারা কোন কাজের ক্ষেত্রে বলবে রাসূল (সা) বলেছেন তাই এ কাজটি কর, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন এভাবে করতে, তাই এভাবে কর। (মিফতাহুল জানাত বিল ইহতিজাজে বিস সুন্নাহ, পৃষ্ঠা ৬৮, ইমাম সুয়ূতী)।

শুধু দুনিয়াতে নয় কাল কিয়ামতে হাশরের ময়দানে আহলে হাদীসদের পরিচয় যে ভাবে পাওয়া যাবে মহানাবী (সা) এর ভাষায় ঃ

إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجِيْئُى أَصْحَابَ الْحَدِيْثَ إِلى قَوْلِه إِنْطَلِقُوْا إِلى الْجَنَّةِ

যখন কিয়ামত হবে তখন আহলে হাদীসরা আল্লাহর নিকট আসবে। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে বলবেন, তোমরা আহলে হাদীস। তোমরা নাবীর (সা) উপর দরুদ পাঠ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করতে? অতএব যাও তোমরা জান্নাতে চলে যাও (তাবারানী আল কাওলুল বাদী লিস সাখাবী, পৃষ্ঠা ১৮৯)।

অথচ হানাফী মাযহাবের ইলমী খিদমতে প্রথম সারির বরেণ্য ব্যক্তিত্ব মোল্লা আলী কারী (রহ) বলেনঃ এটা জানা প্রয়োজন যে আল্লাহ তা'য়ালা কোন মানুষকে হানাফী, মালেকী শাফেঈ ও হাম্বলী হওয়ার জন্য বাধ্য করেননি। (শরাহ আইনুল ইলম পৃষ্ঠা ৩২৬, মি'য়ারুল হক পৃষ্ঠা- ৫৩।

আল্লামা তাহতাবী (রহ) তার কওলুস সাদীদ কিতাবের ৪র্থ পৃষ্ঠায় বলেন-

অবহিত হও যে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বান্দাদিগকে হানাফী, মালেকী, শাফেঈ অথবা হাম্বলী হওয়ার দায়িত্ব দেননি। বরং তাদের প্রতি নাবী (সা) যে সমস্ত আহকাম সহ প্রেরিত হয়েছেন তাঁর প্রতি ঈমান আনা ও আমল করা ওয়াজিব করেছেন। (মিয়ারুল হক পৃঃ ৫৩)। তাহলে মুসলিমকে হানাফী, মালেকী, শাফেঈ বা হাম্বলী ইত্যাদি নামকরণ অনেক অনেক পরের অন্ধ অনুকরণের ফল ব্যতীত আর কিছুই নয়। আহলুল হাদীস তাকেই বলে যে কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী চলবে, বলবে এবং বিশ্বাস করবে। তাহলে উম্মাতে মুহাম্মদী মানেই আহলুল হাদীস। কেননা আল কুরআন ও সহীহ হাদিস ব্যতীত মুসলিমের আর কোন দলীলও নেই, উপায়ও নেই; অবলম্বনও নেই, নেই পরিচিতি, নেই নাজাত, মাগফিরাত আর জান্নাতে যাবার বিকল্প কোন পথ।

সাহাবায়ে কেরাম নিজদেরকে আহলুল হাদীস বলতেন, যেমন সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী মশহুর সাহাবী আবু হুরায়রাহ (রা) নিজেকে আহলে হাদীস বলে গর্ব করতেন। (ইসাবা ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৮৬, তাজকিরাতুল হুফফাজ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২, তারীখে বাগদাদ ৯ম খণ্ড ৪৬৭)। সাহাবীদের মধ্যে যিনি শাইখুল মুফাসসিরীন, সেই আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কেও আহলে হাদীস বলা হয়েছে (তারীখে বাগদাদ ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২৭ ও তাবাকাত যাহাবী ১ম খণ্ড প্র. ২৩)।

বিখ্যাত তাবেঈ ইমাম শাবী (২৩/২৭ হি.-১০৩/১০৭হি.) যিনি নিজে ৫০০ সাহাবীকে দেখেছেন এবং হাদীস পঠনে ৪৮ জন সাহাবীর ছাত্র ছিলেন, তিনি সাহাবীদের সম্পর্কে বলেন, যেসব মাসআলায় সাহাবীগণ একমত হয়েছেন আমি কেবল সেই সকল হাদীসগুলি বর্ণনা করেছি। রিজাল শাস্ত্রের অদ্বিতীয় মনীষী হাফেয যাহাবী বলেন, ইমাম শাবীর উক্তিতে আহলে হাদীস শব্দ দ্বারা সাহাবায়ে কেরামদেরকে বুঝানো হয়েছে (তাযকিরাতুল হুফফাজ ১ম খণ্ড পৃ. ৭৭)। ইমাম সুফিয়ান সাউরী বলেন, আহলে হাদীসগণ সমস্ত পৃথিবীর প্রহরী (সুয়ূতী মিফতাহুল জান্নাত প. ৪৯)। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ) তার গৃহদ্বারে আহলে হাদীসগণকে দেখলে বলতেন, ধরাপৃষ্ঠে আপনাদের মত শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই (কিতাবু শরফ, পৃ. ৫১)। ইমাম মুসলিম তার মুসলিম শরীফের ভূমিকায় ইমাম মালেককে আহলে হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন (তাযকিরা- ১ম খণ্ড ১৮৮ পৃ.) ইমাম শাফেঈ বলেন, তোমরা আহলে হাদীসগণকে ধরে থাক কেননা তারা অন্যদের অপেক্ষা অনেক নির্ভুল (তাযকিরা ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪৩)।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ফিরকায়ে নাজিয়া বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল সম্পর্কে বলেন, তারা যদি আহলে হাদীস না হয় তবে আমি জানিনা তারা আর কারা। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের (রহ) সামনে আহলে হাদীস কাউকে মন্দ বলায় তিনি তাকে তিন বার জিন্দিক জিন্দিক জিন্দিক বলেন। জিন্দিক অর্থ বিধর্মী। **শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী** বলেন, নাযী ফির্কার একটি মাত্র নাম, তা'হল আহলুল হাদীস (গুনিয়াতুত তালেবীন পৃ. ৩০৯-১০ করাচী ছাপা)।

সর্বশেষ সাহাবী আবু তুফাইল আমের বিন অসলাত আল কিনানী (রা) মারা যান ১১০ হিজরীতে। তখন আবু হানিফা (রহ) এর বয়স ৩০ বছর। সবে লেখাপড়া শিখে

চাকুরীতে অর্থাৎ দরসদানে আত্মনিয়োগ করেছেন। তখনও মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হতে আরও ২৯০ বছর বাকী। তাবেঈদের যুগ শেষ হয় ১৮০ হিজরীতে আর তাবে তাবেঈদের যামানা শেষ হয় ২২০ হিজরীতে (সিরাতে মুস্তাকীম পৃ. ১৫, ফতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড পৃ. ৩৫৩ তাদরীবুর রাবী পৃ. ২০৯ ও ২১৫)। তখনও মাযহাব আসতে ১৮০ বছর বাকী। তাহলে ঐ উত্তম তিন যুগের মুসলিমগণ যে আহলুল হাদীস ছিলেন তা তো মাযহাবের ইমাম সাহেবদের উল্লেখিত উক্তি দ্বারাই প্রমাণিত। শুধু কি তাই, আহলে হাদীসদের মানমর্যাদা কত উঁচুতে এবং তাদেরকে যারা মন্দ বলছে তাদেরকে বলা হচ্ছে বিধর্মী। তাহলে আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সা), রাসূলের (সা) প্রিয় সহচর সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈন অর্থাৎ উত্তম তিন যুগের দৃষ্টিতে আহলুল হাদীসগণই ছিলেন সম্মানিত এবং উঁচুদরের মানব শ্রেষ্ঠ। আজকের যামানার কেউ যদি ঈর্ষান্বিত এবং বিদ্বেষ প্রসূত বা হিংসার বশবর্তী হয়ে, আহলে হাদীসদেরকে গালি দেয়, মন্দ বলে বা কটুক্তি করে তাহলে প্রসিদ্ধ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের (রহ) ভাষায় তারা কি নামে অভিহিত হবে একটু ভেবে দেখা উচিত।

এদেশে, হাম্বলী, শাফেঈ বা মালেকী মাযহাবী মুসলিম নেই। আছে শিয়া, কাদিয়ানী আর আছে সংখ্যাগুরু হানাফী এবং আহলে হাদীস। কোন কোন জেলায় আহলে হাদীসরা বেশ অধিক সংখ্যক। যেমন চাপাই নবাবগঞ্জ, রাজশাহী, পাবনা, নওগাঁ, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর ইত্যাদি বৃহত্তর জেলায়। আর অন্যান্য জেলাতেও কম বেশী আছে। আহলে হাদীস নেই এমন জেলাও নেই বলতে হবে। কিন্তু হানাফী ভাইয়েরা আহলে হাদীস ভাইদের প্রতি বিরূপ মনোভাব কেন পোষণ করেন? কারণ কি? কারণ একটাই যে, আহলে হাদীসগণ আল কুরআন ও সহীহ হাদীসে যা নেই অর্থাৎ সালাতের নিয়ম, যাকাতের নিয়ম, হাজ্জের নিয়ম, সিয়ামের নিয়ম এবং রসম রেওয়াজ, প্রথাগত বিশ্বাস যা অন্য ধর্ম হতে ধার দেনা করা এবং বাপদাদার আমল থেকে চলে আসা বেদলীল দাগ খতিয়ান নং শূন্য অনুষ্ঠান মানেন না, করেন না এবং অন্যকে করতে ও মানতে নিষেধ করেন। এটাই আহলে হাদীস বিদ্বেষের কারণ। গতানুগতিক স্রোতে ভেসে চলা এবং মনগড়া শরীয়ত বা আজগুবী ও কাল্পনিক কথায় সওয়াবের জন্য

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মেহনত বা সময় অর্থ ও শ্রম ব্যয় করার ঘোর বিরোধী আহলে হাদীসগণ। মানুষকে দেবতার আসনে বসিয়ে ভাগ্য বদল করার জন্য নজর, নেওয়াজ, কুরবানী, সিন্নি, মানত করাকে শির্ক বলে বিশ্বাস করে আহলে হাদীসগণ আর হানাফী ভাইদের মধ্যে অনেকেই এসব কাজে পরম ভক্তিতে নিমগ্ন। কোনটা শির্ক আর কোনটা বিদ'আত এটাই এখনও পর্যন্ত হানাফী ভাইদের নিকট পরিষ্কার নয়, যদিও অন্য তিন মাযহাব এবং আহলে হাদীসগণ তা যথার্থরূপে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করতে পেরেছেন। বিদ'আতীরা যে আল্লাহর রাসূলের শাফায়াত পাবেন না তা বুখারী শরীফের হাদীসে বিঘোষিত। আর শির্কের গুনাহ যে আল্লাহ কখনও মাফ করবেন না। তাও আল কুরআনে বারংবার উচ্চারিত। তথাপিও এদুটি জঘন্য কাজ কি কি তা হানাফী ভাইয়েরা সুনির্দিষ্ট করতে পারছেন না সেটাই তো আজব ব্যাপার। আল্লাহ ব্যতীত কারো নিকট সাহায্য চাওয়া, মন্দ বা ভাল করতে পারার জন্য, নযর নেওয়াজ কুরবানী মানত পেশ করা তিনি জীবিত বা মৃত, পাথর বা বৃক্ষ জীব বা জড় যাই হোক না কেন এই কাজটিই শির্ক। কবর পাকা করা, জন্ম মৃত্যুতে উৎসব বা বার্ষিকী পালন করা, শোক পালন করা, বছরের পর বছর ধরে কবরে সিজদা করা এবং অভিলাস পূর্ণ হবার মানতে জিয়ারত করা এ সবই শির্ক। কেননা এটা করলে আল্লাহর সমকক্ষ বা অংশীদারিত্ব করা হয়।

এরূপ কাজের কোন প্রকার বৈধতা না দিয়েছেন রাসূল (সা), না দিয়েছেন সাহাবায়ে কেরাম বা আইয়েম্মায়ে মুজতাহিদীন বা সালফে সালেহীন রিজওয়ানুল্লাহ তায়ালা। এ কাজগুলো ও এর সংগে সংযুক্ত আরো যা কিছু আছে যেমন মিলাদ, উরস, কুলখানি, ফাতিহাখানি, চেহলাম, শবিনা খতম, শবে বরাত, শবে মেরাজ, ফাতিহায়ে দুআজ দহম, ফাতিহায়ে ইয়াজ দহম, মহররম, খৎনা, গায়ে হলুদ, বিবাহ বার্ষিকী, উচ্চস্বরে একযোগে যিকর, পীর পূজা, খানকাপূজা, দরগাপূজা তাবিজতুমার ইত্যাকারের রসম রেওয়াজ বিদ'আত ও শির্ক পর্যায়ভুক্ত। কেননা এগুলি যেমন মহানবীর যামানায় ও দেশে কখনো প্রতিপালিত হয়নি এবং এখনও হয় না, তেমনি কোন মাযহাবের ইমাম সাহেব বা তাদের উস্তাদ ও ছাত্ররাও করেননি। এগুলি আদৌ ইসলামী কোন বিষয় নয় বরং অন্য ধর্ম ও দেশাচারের প্রভাবে মুসলিম নামধারী কিছু পেট পূজারীদের আবিষ্কার ও আমদানী এবং রপ্তানী। প্রাচীন পারস্যে অগ্নি উপাসকদের নানা উপাসনা ও আরাধনা নানা প্রাকৃতিক ও বস্তুগত শক্তিকে কেন্দ্র করে যুগযুগ ধরে চলত। তেমনি ইরাক ও মিশরে গ্রীক রোমানদের নানা দেবদেবী এবং নমরুদ ও ফিরআউনদের প্রভুত্বে তাদের দাস ও প্রজা এবং পরিষদবর্গ নানা ধরণের পূজা আরাধনার কৌশল আবিষ্কার করে। গ্রীকরা দেবদেবীর উপাসনা করত দৈবশক্তি অর্জন মানসে। মিশরীয়রা নমরুদ ও ফিরআউনকে খোদা বলে জানত এবং তাদের মৃত্যুর পর তাদের কবরকে পিরামিড বানিয়ে মৃতদেহ মমি করে- যেন জীবিত এরূপ ধারণার অনুসরণ করত। ভারতের মূর্তিপূজকদের অবস্থাও অনুরূপ। তেত্রিশ কোটি দেবদেবী, বার মাসে তের পূজা তো সবই মূর্তির। আরব উপদ্বীপে সর্ব প্রথম মূর্তি সিরিয়া হতে আমদানী করে আমর বিন

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লুয়াই। তারপর মক্কা বিজয়ের দিনে ৬৩০ সালে মহানাবী (সা) কাবা' হতে মূর্তি দূর করে দেন এবং তার ইনতিকালের সময় সমগ্র আরবে মূর্তি পূজার চির অবসান শুধু ঘটে তাই নয়, হারামাইন শরীফাইনে কিয়ামত পর্যন্ত কোন বিধর্মীকে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। অথচ সেই শির্কে আকবরের প্রতিভূ মূর্তি আজ নতুন আঙ্গিকে মুসলিমদের আঙ্গিনায় ভক্তি ভরে পূজা হচ্ছে অত্যন্ত ঘটা করে নানা স্মরণীয় দিনে। হতভাগ্য মুসলিম নামধারীদের এ হীন মানসিকতার আদৌ কি পরিবর্তন হবে কখনও?

কি ধরণের শির্ক বিদ'আত কারা করছে এবং কারা আদৌ করে না তা দেখুন ঃ

ক্রম	শির্ক বিদআতের নাম	কারা করছে	দলীল বাপদাদার দোহাই	কারা করে না?	দলীল কি? কেন করে না?
১	কবর পাকা করা, ইমারত তৈরী করা, গেলাফ দেয়া	হানাফীগণ	(কুরআনও হাদীসে নেই)	আহলে হাদীসগণ	আল-কুরআন সহীহ হাদীসে নেই তাই করে না।
২	কবরে মানত, নযর, কুরবানী করা, সিজদা করা ও অর্থ দেয়া	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩	খানকা, দরগায় উরস, ইসালে সওয়াব করা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪	কবরে বাতি দেয়া গোলাপ পানি ছিটানো, আতর দেয়া	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৫	কবর কেন্দ্রিক মেলা বসানো ও টাকা পয়সা দেয়া		ঐ	ঐ	ঐ

অথচ কবর পাকা করা, গোলাপ দেয়া, মানত, নযর, কুরবানী ইত্যাকার যাবতীয় কাজ শির্ক ও বিদ'আত। রাসূলের (সা) কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা রয়েছে।

	শির্ক বিদআতের নাম	কারা করে	কেন করে	কারা করে না?	কেন করে না
৬	মিলাদ, কিয়াম করা	হানাফীগণ	বাপদাদার দোহাই	আহলে হাদীসগণ	কুরআন ও সহীহ হাদীসে নেই, তাই করে না।
৭	কুলখানি, চেহলাম, ফাতিহাখানি করা	ঐ	ঐ	ঐ	
৮	শবিনা খতম, মৃতের শিয়রে কুরআন খানি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৯	শবে বরাত, শবে মেরাজ পালন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১০	ফাতিহা দোআজদহম ও ইয়াজদহম পালন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১১	জন্ম , মৃত্যু এবং বার্ষিকী পালন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১২	মহররম উৎসব, আখেরী চাহা শোম্বা পালন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৩	গায়ে হলুদ, খৎনা উৎসব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৪	উচ্চস্বরে যিকির, ইল্লাল্লাহ, হুহু করা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৫	বংশানুক্রমিক পীরালী সিলসিলা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১৬	বদ নজর এড়াতে হাতে আংটি, তাবিজ তুমার, কাল সুতা বাঁধা।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৭	প্রতীক , মিনার, বেদী, ভাস্কর্য পূজা, ফুল দেয়া	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৮	দেনমহর, এক সাথে তিন তালাক হিলা বাহনা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৯	মূর্তি ছবি, ছায়া ছবি, সিনেমা হল তৈরী ও চালু করা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২০	মহিলাদের মাসজিদ বাদে সর্বত্র গমন স্বাধীনতা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২১	কদম বুচি, চার হাতে মুসাফা করা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

সংখ্যা গরিষ্ঠতার একটি দৃষ্টান্ত ঃ

ক্রম	বিষয়	কারা মানে না	কারা মানে এবং আমল করেন			
০১	নিয়্যাত মনের সংকল্প মুখে উচ্চারণ নয়	হানাফী গণ	আহলে হাদীস	মালেকী	শাফেঈ	হাম্বলীগণ
০২	পায়ে পা, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাতার সোজা করা।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
০৩	বুকে হাত বেঁধে সালাত আদায়	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
০৪	ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
০৫	জোরে আমীন বলা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
০৬	ঈদে ৭+৫=১২ তাকবীরে সালাত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
০৭	ফিতরা মাথাপিছু এক সা' প্রদান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
০৮	মহিলাদের মাসজিদে ও ঈদগাহে সালাত আদায়	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
০৯	জানাযার সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

একই কিবলা কাবা' শরীফ বিশ্ব মুসলিমের অনুপম ঐক্যের প্রতীক। সেই কাবা'তে আহলে হাদীস সহ অন্য তিন মাযহাবের মুসল্লীগণ ঐ অভিন্ন নিয়মে সালাত আদায় করেন, কেবলমাত্র হানাফীগণ ব্যতীত। অথচ সকল সহীহ হাদীসে ঐ অভিন্ন নিয়মেই সালাত আদায়ের বর্ণনা সুরক্ষিত। হানাফী ভাইয়েরা কাবা'কে শরীফ বলেন তাতে সন্দেহ নেই যেমন বিশ্বের মুসলিমের ন্যায় হানাফী ভাইয়েরা কাবা' শরীফকে কিবলা মানেন। কিন্তু তারা হুজুর কিবলা, পীর সাহেব কিবলা, ফকির সাহেব কিবলা ইত্যাদি কিবলাও বলেন, আর মানেন যা অন্য কেউ বলেন না ও মানেন না। কেননা এরূপ একাধিক কিবলা শরীফের কোন দলীল দীন ইসলামে নেই।

গণতান্ত্রিক নিয়মে যদি সংখ্যাধিক্য সত্যের মাপকাঠি হয় তবে এ বেলায় কেন হানাফী ভাইয়েরা গণতন্ত্রকে মেনে চলছেন না? চারদল একদিকে আর একদল একদিকে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাহলে গণতান্ত্রিক ভোটাভুটিতে কারা জয়ী? তবে আল কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর পাতায় পাতায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা যে সত্যের মাপকাঠি নয় তা উচ্চারিত। আজকের পৃথিবীতে আনুমানিক সাড়ে ছয় শত কোটি মানুষ। তার মধ্যে মুসলিমের সংখ্যা বড়জোর দেড়শ কোটি হতে পারে। তাহলে বাকী সাড়ে চারশ কোটি অমুসলিমরাই কি হক পথে আছে- এটা বিশ্বাস করতে হবে? মুসলিমের কথাই যদি ধরা যায় তবে কি মুসল্লী থেকে অমুসল্লীর সংখ্যা বেশী নয়। তবে কি তারাই ঠিক কাজটি করছে? আবারো যদি বলা যায় যত মানুষ আছে তার মধ্যে সত্যবাদী কি অসত্যবাদীর থেকে অনেক কম হবে না? মুনাফিকের সংখ্যা বেশী হবে না? তাহলে তারাই কি ঠিক?
তাই সংখ্যাধিক্যের দোহাই দিয়ে বা বাপদাদার দোহাই দিয়ে হককে অস্বীকার করা কোন মতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কেননা আল্লাহ বলেন, অধিকাংশ মানুষ ও জিন্ন দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করা হবে।

আমাদের সমাজে হানাফী ভাইয়েরা শরীয়াত বিবেচনা করে যে যে কাজগুলি করে চলেছেন যার কোন দলীল নেই সেগুলির মাত্র ক'টির তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ
ঈমান ও আকীদা বিষয়ে ঃ

১. ঈমান বাড়েও না কমেও না।
২. আল্লাহ নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান।
৩. সর্বে ঈশ্বরবাদ ও সবকিছুর মধ্যে আল্লাহ আছেন।
৪. মুমিনের কালবে আল্লাহ থাকেন।
৫. রাসূলের (সা) রূহ সর্বত্র যেতে পারে।
৬. সাহাবীগণ নক্ষত্র সমতুল্য যে কাউকে অনুসরণ করলে হিদায়াত পাওয়া যাবে।
৭. আল্লাহর রাসূল (সা), ওলী আওলিয়া, পীর দরবেশ গায়েব জানেন।
৮. অসীলা গ্রহণ করা।
৯. জ্যোতিষী বা গণকের নিকট বা পীরের নিকট ভাগ্য গণনা করা।
১০. তাবিজ কবজ মাদুলী কালো সুতা ব্যবহার করা।
১১. কল্যাণ ও দীর্ঘায়ুর জন্য সদ্যজাত সন্তানের কান ছিদ্র করে সোনার মাকড়ী পরানো।
১২. পীর মুরীদীতে বিশ্বাস।
১৩ চার তরীকায় শরীয়ত, তরিকত, মারেফাত ও হাকীকাতে ফানাফিল্লাহ ও বাকাবিল্লাতে বিশ্বাস।
১৪. মুরিদের কলবে পীরের ধ্যান।
১৫. কবর পাকা করা, গিলাফ চড়ানো, মেলা বসানো, কবরে লেখা, কবর চুমু দেয়া।
১৬. মনস্কাম পূর্ণ করার জন্য কবর যিয়ারত, ওলী আউলিয়ার মাযার যিয়ারত, কবরে সিজদা।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১৭. মাযারে নযর, মানত, কুরবানী করা ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের নির্বাচন সফরের সূচনা করা।
১৮. উরস ও ইসালে সওয়াব করা।
১৯. মনস্কামনা বা হারানো দ্রব্য প্রাপ্তির জন্য কুরআন শরীফ ঘুরানো, বাটি চালান, যাদু টোনা করা।
২০. ইজমা, কিয়াস, রায়কে শরীয়াতের মানদন্ড মনে করা।
২১. মাযহাব মান্য করা ও চার মাযহাব ফরয মনে করা।
২২. চার কুরসী ও চার তরীকা ফরয মনে করা।
২৩ মিলাদ, কিয়াস করা।
২৪. শাবীনা খতম করা।
২৫. তাকলীদ করা।
২৬. ইজতিহাদের দরজা বন্ধ মনে করা।
২৭. জন্ম মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা, বিবাহ বার্ষিকী পালন করা।
২৮. মৃত্যুর ৩ দিন ও ৪০ দিন পর কুলখানি ও চেহলাম অনুষ্ঠান করা।
২৯. শবে বরাত ও শবে মিরাজ পালন করা।
৩০. ঈদে মিলাদুন্নবী ও ফাতিহায়ে ইয়াজদহম পালন করা।
৩১. গাছ-পাথর, শাহ জালাল (রহ.) দরগার গজার মাছ ও কবুতর, চট্টগ্রামে বায়েজীদ বোস্তামী (রহ.) মাজার পুকুরে কচ্ছপ, খান জাহান আলী (রহ.) দরগাহ পুকুরে কুমির, বগুড়ার মাহে সওয়ার (রহ.) মাজারে মাছ ইত্যাদি অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন বিশ্বাস করা।

সালাত, সিয়াম, যাকাত, হাজ্জ ও জানাযা সম্পর্কে

৩২. ক) ইস্তিঞ্জায় ঢেলাকুলুপ নিয়ে পুরুষাঙ্গ ধরে ৪০ কদম হাঁটাহাঁটি করা।
৩৩. খ) অজুতে মাথার ১/২, ১/৩ ও ১/৪ অংশ মসেহ করা।
৩৪. অজুতে ঘাড় মসেহ করা। অজুর মধ্যে দু'আ করা।
৩৪. আযানের দু'আয় "রাফিয়াতা.....ইন্নাকা লাতুখলিফুল মিয়াদ" বৃদ্ধি করা।
৩৫. নারী পুরুষের সালাত আদায়ের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা।
৩৭. ফজরের সালাত গলস বা আবছা আঁধারে না পড়ে ফর্সা হয়ে গেলে পড়া।
৩৮. ফজরের ফরযের জামা'আত চলাকালীন সুন্নাত পড়া।
৩৯. জুমু'আর দিনে ফজরে ফরয সালাতে সূরা সাজদা ও সূরা দাহর না পড়া।
৪০. যোহর সারা বছর আযান ১টায় ও জামা'আত ১.৩০ পড়া সে শীত গ্রীষ্ম শরৎ হেমন্ত বসন্ত যে কোন ঋতু হোক না কেন।
৪১. আসর খুব দেরীতে অর্থাৎ বস্তুর আসল ছায়া বাদে ছায়া দ্বিগুণ হবার পর পড়া।
৪২. মাগরীব সূর্যাস্তের সাথে না পড়ে ৫/৭ মিনিট দেরী করে পড়া।
৪৩. মাগরীবে আযান ও ইকামতের মধ্যে দু রাকা'আত সালাত আদায় না করা।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৪৪. এ'শা জলদী পড়া।
৪৫. বেতর এক রাকাত আদৌ না পড়া এবং বুখারী শরীফে বর্ণিত কুনুতের দু'আ না পড়া।
৪৬. সালাতের শুরুতে নিয়াত মুখে উচ্চারণ করে পড়া।
৪৭. জায়নামাযে ইন্নি অযযাহাতু.....পড়া।
৪৮. জুমুআর দিনে সারা বছর ১টায় খুতবা ১.৩০ টায় জামা'আত।
৪৯. জুমুআর দিনে আখেরী যোহর পড়া।
৫০. খুতবা ১টা বাংলায় ও ২টা আরবীতে মোট তিনটে খুতবা প্রদান।
৫১. সালাতে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত রুকুতে যাওয়ার সময় ও রুকু হতে উঠে এবং তৃতীয় রাকা'আতের শুরুতে রাফউল ইয়াদাইন না করা।
৫২. নাভীর নীচে হাত কবজি ধরে বাধা।
৫৩. ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়া।
৫৪. স্বরব কিরআতে জোরে আমীন না বলা।
৫৫. কাতারে ফাঁক ফাঁক হয়ে দাঁড়ান।
৫৬. রুকু হতে উঠে "হামদান কাসিরান তাইয়্যিবাম মুবারাকান ফিহ" না বলা।
৫৭. রুকু হতে সিজদায় গমন কালে আগে হাটু স্থাপন করা।
৫৮. দুই সিজদার মাঝের দু'আ না পড়া।
৫৯. সিজদা হতে উঠবার আগে না বসা।
৬০. তাশাহুদের সময় হাঁটুর উপর হাত রেখে তর্জনী সর্বদা উঁচু করে না রাখা।
৬১. বিতর নামাযে রুকুর আগে পুনরায় রাফউল ইয়াদাঈন করে হাত বাঁধা এবং বুখারী শরীফে উল্লেখিত কুনুতের দু'আ না পড়া।
৬২. সালাম ফিরানোর পর ইমাম মুক্তাদী উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার না বলা।
৬৩. ঈদাইন এর সালাতে অতিরিক্ত ৭+৫=১২ তাকবীর না দেয়া। ঈদগাহে পাকা মিম্বর তৈরী করা। ঈদাইনের সালাতের পূর্বে বয়ান করা।
৬৪. রামাযানে তারাবীহর সালাত ৮+৩=১১ রাকআত না পড়া, ২০+৩=২৩ রাকাত পড়া ও সালাম ফিরানোর পর মনগড়া সুবহানাজিল মূলক ওয়াল মালাকুতা...পড়া।
৬৫. ইফতার সূর্যাস্তের সাথে সাথে না করা, ২/৩ মিনিট দেরীতে করা এবং সাহরীর মনগড়া নিয়াত মাইকে উচ্চারণ করে পড়া।
৬৬. রামাযানে ফজরের সালাত ফর্সা হয়ে গেলে না পড়া।
৬৭. লাইলাতুল কদর ২৭শে রামাযানে সুনির্দিষ্ট করা।
৬৮. রামাযানের শেষ জুমুআকে জুমুআতুল বিদা রূপে পালন করা।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সিয়াম ও যাকাত সম্পর্কিত ঃ

৬৯. যাকাতুল ফিতর সকলের জন্য দেয়া ফরয না মানা।

৭০. যাকাতুল মালের নিসাব যাকাতুল ফিতরে সাব্যস্ত করা।

৭১. যাকাতুল ফিতর গমের অর্ধ সা ইরাকী ওজনে নির্ধারিত করা এবং ফিতরা সকলে জন্য একই পরিমাণ টাকা জারি করা।

৭২. যাকাতুল ফিতর দেশের প্রধান খাদ্য শস্যে হিজাজী বা মক্কাবাসীদের এক সা' না মানা।

৭৩. যাকাতুল ফিতর একত্রিত না করে ব্যক্তিগতভাবে ইচ্ছানুসারে প্রদান করা।

৭৪. তারাবীহর খতমে কুরআন ২৬শে রামাযানের দিবাগত রাতে করা।

৭৫. ২৬শে রামাযানে দিবাগত রাতের পরবর্তী রাতগুলিতে তারাবীহর গুরুত্ব না দেয়া।

৭৬. রামাযানের শেষ বেজোড় রাতে ২১, ২৩, ২৫, ২৭, ২৯শে লাইলাতুল কাদর না মানা। গচ্ছিত অর্থের হিসাব করে যাকাত না দেয়া ও হিবা করা এবং

৭৭. ব্যবহৃত অলংকারের পরিমাণ যাই হোক না কেন তার যাকাত না দেয়া।

হাজ্জ ও ওমরাহ সম্পর্কিত

৭৮. হাজ্জে তাওয়াফের সময় নির্দিষ্ট দু'আ ছাড়াও অন্যান্য মনগড়া দু'আ পড়া।

৭৯. কাবার গেলাফ ধরে চুমু দেয়া।

৮০. তানঈমে মসজিদে আইশা (রা) হতে পুনরায় ইহরাম বাঁধা।

৮১. ৮ই যিলহাজ্জে মক্কা থেকে মিনায় যাবার দিন ও সময় যথাযথ মান্য না করা।

৮৩. ৯ই যিলহাজ্জ আরাফাতে উকুফের স্থানের সীমানা মান্য না করা।

৮৪. ৯ই যিলহাজ্জ যোহর ও আসর জমা না করা।

৮৫. ৯ই যিলহাজ্জে সূর্যাস্তের পূর্বেই আরাফা ত্যাগ করা।

৮৬. মীনায় প্রত্যাবর্তন করে ১০, ১১, ১২, ১৩ই যিলহাজ্জ সূর্য গড়িয়ে যাবার পর জামরাতে কংকর নিক্ষেপ করার বিধান না মানা।

৮৭. ১৩ই যিলহাজ্জে আদৌ মীনাতে না থাকা।

৮৮. দম বা কুরবানী ওয়াজিব না হওয়া সত্ত্বেও তা প্রদান করা।

৮৯. মদীনাতে ৪০ ওয়াক্ত সালাত আদায় বাধ্যতামূলক মনে করা।

৯০. ঈদের পর কুলাকুলি করা।

৯১. দু'জনের ২ হাতের পরিবর্তে চার হতে মুসাফাহা করা।

৯২. মুসাফাহ করার পর হাত বুকে ঠেকানো।

জানাযা ও দাফন সম্পর্কিত

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৯৩. (ক) উমুরী কাযা বা জীবনে যে নামায পড়া হয়নি তার কাফফারা দেয়া।
(খ) জানাযার সূরা ফাতিহা না পড়া।
৯৪. জানাযায় আগে লোকটি সৎ ছিল কিনা সাক্ষ্য গ্রহণ করা।
৯৫. জানাযার পর পুনরায় মুনাজাত করা।
৯৬. দাফনের জন্য লাশের খাটিয়ায় ধূপ/ লোবান ব্যবহার করা।
৯৭. মৃতের পাশে কুরআন খতম করা।
৯৮. মাটি দিবার সময় মিনহা খালাক না কুম.....বলা।

বিবাহ ও তালাক সম্পর্কিত

৯৯. বিবাহে যৌতুক লেনদেন করা।
১০০. বিবাহে মোহর সামর্থ অনুযায়ী নগদ পরিশোধ না করে দেন মোহর বা বাকী মোহর লোক দেখানোর জন্য হাজার লক্ষ নির্ধারণ করা এবং তা শোধ করার কোন গরজ মৃত্যুর আগে পর্যন্ত অনুভব না করা।
১০১. বিবাহ অনুষ্ঠানে মিলাদ পড়া।
১০২. বিবাহে গায়ে হলুদ, ক্ষীর খাওয়ানো, গানবাদ্য, ছবি তোলা ইত্যাদি করা।
১০৩. বর কনেকে আমন্ত্রিত মেহমানদের দর্শনের জন্য সাজিয়ে প্রদর্শন করা।
১০৪. এক বৈঠকে তিন তালাক প্রদান করা।
১০৫. হিলা বিবাহ দেওয়া ও করা।

অন্যান্য ঃ

১০৬. সন্তানের জন্মের ৭ম দিবসে আকীকা না করা ও অর্থবহ নাম না রাখা।
১০৭. ঈদুল আযহার গরু কুরবানীর ৭ ভাগে আকীকা দেয়া।
১০৮. খৎনার উৎসব করা, পুরুষের সোনার আংটি ও চেন ব্যবহার করা।
১০৯. নিরুদ্দিষ্ট পুরুষের স্ত্রীকে ৯০/১২০ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করা।
১১০. গৃহে পুতুল রাখা, প্রাণীর ছবি, কবরের ছবি, স্বামী স্ত্রী, ছেলেমেয়ের ছবি, তাজমহল, আজমীরে খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতীর কবরের ছবি রাখা।
১১১. বিপদ মুসিবত মুক্তির জন্য পাঁচ আঙ্গুল সহ একটি হাতের কব্জি পর্যন্ত নানা দু'আ কালাম লেখা ছবি টানানো।
১১২. ওলী আওলিয়ার মাযারের তাবাররুক ভক্তিভরে পুণ্যজ্ঞানে ভক্ষণ করা।
১১৩. ওলী আওলিয়ারা অদৃশ্যে থেকে দুনিয়া শাসন করছেন মনে করা।
১১৪. ওলী আওলিয়াগণ গায়েবী শক্তির অধিকারী অলৌকিক ক্ষমতাধর মনে করা।
১১৫. আহাদ ও আহমাদের পার্থক্য কেবল মিম। মীমের পর্দা উঠালেই উভয়ে এক ধারণা করা।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১১৬. তাবলীগের অভিনব পন্থা আবিষ্কার- গাশত, চিল্লা, বিশ্ব ইজতিমা জোড় ইজতিমা ও আখেরী মুনাজাত ইত্যাদি করা।

১১৭. ছয় উসূলের আবিষ্কার ও মনগড়া মুরুব্বীর নামে লক্ষ লক্ষ সওয়াবের কথা বলা যা বেদলীল।

১১৮. আল কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুসারীদেরকে নিছক বিদ্বেষ বশতঃ গালি দেয়া।

১১৯. সংখ্যাগরিষ্ঠতার দোহাই দিয়ে বেদলীল মতবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা।

১২০. কুরআন হাদীস অপেক্ষা ফিকাহর কিতাবের প্রাধান্য প্রদান। (নইলে কি সনদবিহীন মনগড়া রায় কিয়াস সম্বলিত হিদায়া কিতাবকে কুরআনের মত বলা যায়?)

১২১. নারী নেতৃত্বকে বৈধ মনে করা।

আল কুরআন ও সহীহ হাদীস মুতাবিক ঈমান আকীদা সালাত সিয়াম যাকাত হাজ্জ ও অন্যান্য বিষয়ে আহলে হাদীসদের বিশ্বাস ও আমল ঃ

১. ঈমান বাড়ে ও কমে (সূরা আনফাল ঃ ২, তাওবা ঃ ১২৪, আহযাব ঃ ২২, ফাতাহ ঃ ৪)।

২. আল্লাহ নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান নন। তিনি সাকার ও আরশে সমাসীন। দলীল ঃ সূরা যুমার ঃ ৬৭, আল হাক্কা ঃ ১৭, শুরা ঃ ১১, আনআম ঃ ১০৩, হাদীদ ঃ ৪, ত্বাহা ঃ ৪৬, কাফ ঃ ১৭, ত্বাহা ঃ ৫, নামল ঃ ২৬, আরাফ ঃ ৫৪; তাওবা ঃ ১২৯, ইউনুস ঃ ৩, আম্বিয়া ঃ ২২, মুমিনূন ঃ ৮২, ১১৬, ফুরকান ঃ ৫৯, সাজদা ঃ ৪, যুমার ঃ ৭৫, গাফির ঃ ৭, যুখরুফ ঃ ৮২, তাকভীর ঃ ২০, বুরুজ ঃ ১০, হুদ ঃ ৭, নাহল ঃ ৭৪, এবং বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৬৮৯২ ই. ফা. বা. প্র. বুখারী শরীফ ১০ম খণ্ড, হাদীস নং ৬৮৫১, ৫৯৬১, ৬৮৩২, ৬০১৩ ইত্যাদি।

৩. আল্লাহর জাত ও সিফাত এবং অজুদের সম্পূর্ণ বিপরীত সর্বেশ্বরবাদী ধারণা। এগুলি অগ্নি উপাসক ও পৌত্তলিকদের এবং জড়বাদী প্রকৃতিবাদীদের সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা যা ইসলামের দৃষ্টিতে উক্ত ২নং দলীলের ভিত্তিতে শির্ক বা অংশীবাদী বিশ্বাস।

৪. রাসূলুল্লাহ (সা) মানুষ ছিলেন এবং তাঁর রূহ মুবারক একটি এবং তা আলমে আরুহাতে এবং মৃত্যুর পর জাগতিক বিষয়ে দুনিয়াবাসীর জন্য ভাল মন্দ কোন প্রকার আদেশ নিষেধ দিবার ক্ষমতা রাখেন না। কেননা ইসলাম পরিপূর্ণ (সূরা মায়িদা ঃ ৩)। আর মৃত্যুর পূর্বে তিনি যে শেষ বাণী রেখে গেছেন তাতে আর কোন নির্দেশনা তার নিকট থেকে অবশিষ্ট থাকে না। সেটা হল "আমি রেখে গেলাম তোমাদের জন্য দুটি বস্তু যতকাল তোমরা এ দুটিকে আঁকড়ে থাকবে কস্মিনকালেও পথভ্রষ্ট হবে না তাহ'ল আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ (মুত্তাফাকুন আলাইহি)।

৫. সাহাবীগণ নক্ষত্র সমতুল্য এটা জাল হাদীস। এটা আল্লাহর রাসূলের (সা) কোন কথা নয় (যঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ, আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী অনুবাদ ঃ আ. শ. ম. আকমল হুসাইন, হাদীস নং ৫৮, পৃ. ১০৮)।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৬. আল্লাহ ব্যতীত কেউ গায়েবের খবর জানে না তিনি যে কেউ হউন না কেন (সূরা আন'আম ঃ ৫০ ও ৫৯, আরাফ ঃ ১৮৮, হুদ ঃ ৩১, নামল ঃ ৫৬)।

৭. অসীলার অর্থ কোন ব্যক্তি নয়। এর অর্থ আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণ ও নেক আমল (সূরা মায়িদা ঃ ৩৫, ইসরা ঃ ৫৭)

৮. ভাগ্য গণনা করা নাজায়েয । কেননা আল্লাহ ব্যতীত কার ভাগ্যে কি আছে তা কেউ জানে না (সূরা লুকমান ঃ ৩৪, আনআম ঃ ৫০ আরাফ ঃ ১১৮; বুখারী শরীফ ঃ ১০ম খণ্ড, হাদীস নং ৬০২৯-৬০৩৪ ই. ফা. বা. প্র.)।

৯. কর্ণ ছেদন এবং পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার হারাম। আর জন্ম মৃত্যু এর মালিক একমাত্র আল্লাহ (সূরা : নজম ঃ ৪৪)। আয়ূ কম বেশী করা হয় না। (সূরা ফাতির ঃ ১১, আল ইমরান ঃ ১৪৫, সাবা ঃ ৩০)।

১০. পীর-মুরীদী এটা আরব দেশ অর্থাৎ হিজাজ-মক্কা মদীনায় নাবী (সা) ও সাহাবায়ে কেরাম বা আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের যুগে ছিল না। এটা ফার্সী শব্দ যেমন, তেমনি পারস্য থেকে আমদানীকৃত। এটা নতুন আবিষ্কার এবং বিদ'আত। এটা কেবল মিশর, ইরান , ইরাক ও এ উপমহাদেশে চালু। মক্কা মদীনায় ইসলামের জন্ম ও লালন ভূমিতে আগেও ছিল না এখনও নেই।

১১. মুরিদের কলবে পীরের ধ্যান স্রেফ শির্ক বৈ আর কিছু নয়। কেননা কোন মুসলিমের অন্তরে কিংবা কামনা বাসনায় একমাত্র আল্লাহর ভয় ব্যতীত অন্য কারো এমন কি নাবী রাসূলের স্থান দেয়া যাবে না। (সূরা ঃ বাকারা ১৫০ মায়িদা ঃ ৩ ও ৪৪, ফাতির ঃ ২৮, তাওবা ঃ ১৮, নূর ঃ ৫২, আহযাব ঃ ৩৯ ইত্যাদি)। এগুলি স্রেফ বিদ'আত এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এর নাফরমানী কাজ।

১২. আল্লাহ ব্যতীত কারো নিকট সিজদা তো দূরের কথা মাথা নত করাও যাবে না এটা শির্ক ও বিদ'আত (সূরা ফুসসিলাত ঃ ৩৭)।

১৩. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে মানত ও কুরবানী করা যাবে না (সূরা বাকারা ঃ ১৭৩ এবং ২৭০, সূরা ইউনুস ঃ ১০৬, সূরা শুয়ারা ঃ ২১৩, সূরা কাসাস ঃ ৮৮ সূরা নাহল ঃ ৫৬, ১১৫)।

১৪. মৃতের নিকট বা কবরবাসীর নিকট কিছু চাওয়া শির্ক। কেননা মৃতকে কিছুই শুনানো যাবে না (সূরা নামল ঃ ৮০, রুম ঃ ৫২, ফাতির ঃ ২২, সূরা ফাতিহা ঃ ৪, বুখারী শরীফ ঃ ১০ম খণ্ড, হাদীস নং ৬০৪২-৬০৪৩ ই. ফা. বা. প্র.)।

১৫. মৃত্যু বার্ষিকীর অপর নাম পীরালী অনুষ্ঠান উরস ও ইসালে সওয়াব। এটা বিদ'আত। এটা নবী (সা) ও সাহাবায়ে কেরামসহ অন্য কোন ইসলামী বরেণ্য মনীষীদের কাজ নয়। কেউ কারো জন্য কখনও করেননি। এগুলি করার শরঈ কোন দলীল নেই।

১৬. যাদু করা তো কুফুরী (বাকারা ঃ ১০২)।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১৭. ইজমা একটি সাময়িক ও আপেক্ষিক বিষয় যা দেশ কাল পাত্র অতিক্রম করতে পারে না। এক যুগের ইজমা অন্য যুগে অচল বা তার কার্যকারিতা থাকে না। কেননা এটা মানুষের চিন্তার ফসল। অধিকন্তু একই যুগে সকল মনীষী একটা বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে এমন নযীর বিরল। আর কিয়াস বা রায় তো ব্যক্তির অনুমান ভিত্তিক কথা। অনুমান ভিত্তিক কথা বলতে আল্লাহ স্বয়ং নিষেধ করেছেন (সূরা ইসরা ঃ ৩২, হুজরাত ঃ ১২

অতএব ইজমা ও কিয়াস শরীয়ত বা ইসলামী আইনের উৎস হতে পারে না।

১৮. হিজরী ৪০০ সন পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের আবিষ্কার হয়নি। আর যদি ধরেও নেয়া যায় যে মাযহাবের প্রথম ইমাম আবু হানিফা (রহ) তাহলে তাঁর জন্মের পূর্বে যারা ছিলেন তারা কোন মাযহাবের অনুসারী? এগুলি সবই মনগড়া কথা। আর ফরয করার মালিক কে? হয় আল্লাহ নয় তাঁর প্রিয় রাসূল (সা) তাঁরই অনুমতিক্রমে ফরয করতে পারেন। কিন্তু কোন মানুষের তো এ ক্ষমতা দেয়া হয়নি। এ সবই মনগড়া বাজে কথা যার কোন প্রমাণ বা দলীল নেই।

১৯. চার কুরসী অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সা) ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হিশাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) এর পিতা, পিতামহ ও প্রপিতা কেউ ইসলামের অনুসারী ছিলেন না। ফলে তাদের মান্য করার প্রশ্নই উঠে না। আর এ সম্পর্কে আল্লাহর নাবী (সা) কি কোন হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের মানতে হবে, এ মর্মে কেউ কি দেখাতে পারবেন?

২০. মিলাদ বিদ'আত আর কিয়াম শির্ক (মাওলানা আব্দুর রহীম প্রণীত সুন্নাত ও বিদ'আত। মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানীর মিলাদ ও কিয়াম)।

২১. সবিনা খতমের অর্থ- এক রাতে কুরআন খতম। এটা সুন্নাতের বরখেলাফ। কেননা আল্লাহর রাসূল (সা) তিন দিনের কমে আল-কুরআন খতম করতে নিষেধ করেন। এটাই রাসূলুল্লাহর (সা) এর সিদ্ধান্ত। আর রাসূলের (সা) সিদ্ধান্ত যারা মানে না তাদের সম্পর্কে আল্লাহ কি বলেন দেখুন সূরা নিসা ঃ ৩৫, আহযাব ঃ ৩৬।

২২. তাকলীদ বা ব্যক্তির অন্ধ অনুকরণ বা অনুসরণ সম্পূর্ণ নাজায়েয ও অবৈধ। কেননা মানুষ কেউ নির্ভুল নয়। একমাত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ব্যতীত আর কারো কথা ও কাজ বিনা দলীলে মান্য করা যাবে না। এমনকি মহানবী (সা) কেও আল্লাহ তার নিজের খেয়াল খুশিমত চলবার বা নিজস্ব অভিমত অনুযায়ী শরঈ কানুন জারী করার এখতিয়ার দেননি (সূরা ঃ আরাফ ঃ ৩ কাহাফ ঃ ২৮, ত্বহা ঃ ১৬, ফুরকান ৪৩, কাহাফ ঃ ৫০, জাসিয়া ঃ ১৮ ও ২৩, মায়িদা ঃ ৭৭ ও ৪৮, মুহাম্মদ ঃ ১৪)। অধিকন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমার প্রতি যা নাযিল করা হয় অর্থাৎ ওহী তা ছাড়া আর কিছুই আমি বলি না (সূরা নাজম ঃ ৩)।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইমাম আবূ হানীফা নুমান বিন সাবিত (রহ), ইমাম মালিক বিন আনাস (রহ), ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদরিস আশ শাফেঈ (রহ), ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ), ইমাম আওযায়ী (রহ), ইমাম ইয়াহয়া ইবনে মঈন (রহ), ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রহ) ইমাম আলী বিন মাদিনী (রহ), ইমাম আতা বিন আবি বিরাহ (রহ), ইমাম বুখারী (রহ), ইমাম মুসলিম (রহ) সহ সুনানে আরবাআর ইমামগণ, ইমাম ইবন তাইমিয়াহ ইমাম গাজ্জালী (রহ), প্রমুখ শত শত আয়েম্মায়ে মুজতাহিদীন, মুফাসসিরীন ও মহাদ্দিসীন কেউ কখনও নিজের অনুসারী বা ভক্তদেরকে বলেননি তাকলীদ করতে। তাহলে তাকলীদ করতে বলল কে?

২৩. ইজতিহাদের দরজা সর্বদাই উন্মুক্ত। কেননা ইসলাম কোন গোড়া প্রগতি প্রযুক্তি বিরোধী ধর্ম নয়। এটা সার্বজনীন ধর্ম। যুগ, কাল, মনীষা প্রতিভার সফল সুন্দর এবং কল্যাণময় আবেদন এর সতত। আকীদা ও শরঈ বিধানের আওতায় এর অগ্রযাত্রাকে কেউ রুখতে পারবে না। কেননা আল কুরআন যেমন সর্বশেষ নাযিলকৃত অবিকৃত আসমানী গ্রন্থ তেমনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ নাবী। তাই কুরআন ও সুন্নাহ কিয়ামত পর্যন্ত জগদ্বাসীকে সত্যের সন্ধান দিবে অগ্রপথিকের মত উজ্জ্বল আলোকময় সকল সমস্যার সমাধান প্রদান করে।

২৪. জন্ম মৃত্যু ও বিবাহ বার্ষিকী পালন। এগুলি সবই বিদ'আত। পরানুকরণ, বিধর্মীদের রেওয়াজ রসম। মহানবী (সা) সাহাবায়ে কেরামসহ সালফে সালেহীন (রহ) কেউ এগুলি করেননি। এরূপ জন্ম মৃত্যু বার্ষিকী বা বিবাহ বার্ষিকী পালন করলে মুসলিমদের দৈনিক অর্থাৎ ৩৬৫ দিনই এক বা একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্ম মৃত্যু বার্ষিকী পালন করাই লাগবে। অন্য কোন কাজ করার সময় মিলবে না।

২৫. কুলখানি চেহলাম কোন আরবীয় পরিভাষা নয়। এগুলি পারস্য হতে আমদানীকৃত। গ্রীক পারসিক ও পৌত্তলিকদের আচার অনুষ্ঠান হতে ধার করা জঘন্য বিদ'আত। ইসলামের কোন যুগে কোন পন্ডিত ব্যক্তির আমল নয় বরং ইসলামে ভেজাল দিবার জন্যই এটার অনুপ্রবেশ।

২৬. শবে বরাত যেমন অস্তিত্বশূন্য অযৌক্তিক একটা বিদ'আতী কাজ যাকে ভাগ্য রজনী বলা হয় অথচ এ শব্দের অর্থ সম্পর্কছেদ এর রাত, তেমনি এর আবিষ্কার মহানবী (সা) এর মৃত্যুর ৬ শত বছর পর।

২৭. মিরাজ মহানবী (সা) এর জীবনের একটা অলৌকিক ঘটনা। তবে এটা আনুষ্ঠানিকতা পালনের কোন দলীল নেই।

২৮. মহানবী (সা) এর জন্ম ও মৃত্যু যেহেতু একই বারে অর্থাৎ সোমবারে হয়। কিন্তু তারিখ ভিন্ন। তাই একই দিবসে কেবল জন্ম উৎসব পালন করলে শোক পালন ঐ দিবসের কোন সময় হবে? এটাও বিদ'আত। বড় পীর আব্দুল কাদির জিলানী (রহ)

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এর কেবল মৃত্যু বার্ষিকী যারা পালন করেন তারা কবে তার জন্ম উৎসব পালন করেন? পারস্য হতে আমদানী করা পীর শব্দটির ধারক বাহক তো হাজার হাজার, তাদের জন্ম মৃত্যুর খবর কী? এগুলি স্রেফ বিদ'আত।

২৯. গাছ, পাথর, খানকা, দরগাহ- তে উৎসব আয়োজন, মানত, নযর, কুরবানী, সিজদা, ভক্তি প্রদর্শন ও জীবজন্তুকে ঐশ্বরিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত মনে করা জঘন্য শির্কে আকবর। স্রষ্টার উপর সাংঘাতিক জুলুম এবং তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ সাব্যস্তকরণ। এ ধরণের শির্কের গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না (আল কুরআন-সূরা ফাতিহা ঃ ৪, বাকারা ঃ ১৮৬, ইউনুস ঃ ১০৬, শুয়ারা ঃ ২১৩, কাসাস ঃ ৮৮, নিসা ঃ ৪৮ ও ১১৬, মায়িদা ঃ ৭২)। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট কোনভাবে কল্যাণ কামনায় অথবা বিপদ মুক্তি বা হারানো প্রাপ্তি বা পুত্রকন্যা লাভ বা ব্যবসা বা নিজ চাকুরী বা নির্বাচনে জয়ী হবার মানসে প্রার্থনা করা সম্পূর্ণ হারাম। এগুলিই আল্লাহর সমকক্ষ বা ক্ষমতার অংশীদার বানানো বুঝায়। এগুলি মূর্তি বা দেবতা না হলেও মৃত বা জড়বস্তু তো বটেই। এদের ভাল-মন্দ কিছুই করার ক্ষমতা নেই এবং সে ক্ষমতা তাদেরকে দেয়া হয়নি। এরা সকলেই আল্লাহর মুখাপেক্ষী। তাই কেবল যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন অথচ সকলেই যার মুখাপেক্ষী সেই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নিকটেই চাইলে তা পূরণ হবে যা কিছু প্রয়োজন। অন্য কারো নিকট চাইলে তা হবে শির্ক যা অমার্জনীয় গুনাহ এবং এসব গুনাহগারদের জন্য জান্নাত হারাম যা উল্লেখিত আয়াতে কারীমায় সুস্পষ্ট ঘোষিত হয়েছে।

৩০. (ক) পুরুষাঙ্গ ধরে বেহায়ার মত চল্লিশ কদম নাচানাচি বা ঘুরাফিরা করার কোন দলীল কুরআন হাদীসে নেই। এগুলি মনগড়া অশালীন ও অসভ্য আচরণ যা কোন সভ্য মানুষ করতে পারে না।

(খ) অজুতে সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করতে হবে যা সকল সহীহ হাদীসে মৌজুদ। মাথার খণ্ডিত অংশ মাসেহ করার দলীল আদৌ সহীহ নয়।

৩১. অজুতে ঘাড় মাসেহ আল্লাহর রাসূল (সা) করেননি এবং করতেও বলেননি। এটা পরবর্তীকালের সংযোজন।

৩২. (ক) অজুর পর দু'আ পড়তে হবে যা সহীহ হাদীসে মৌজুদ।

(খ) আযানের পর যে দু'আর"...দারাজাত রাফিয়াতা.....তুখলিফুল মিয়াদ"শব্দগুলিও সহীহ হাদীসে নেই।

৩৩. আযান শুনে বৃদ্ধ আঙ্গুল চুম্বন করে চোখে মালিশ করা বিদ'আত।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৩৪. নারী পুরুষের সালাত আদায়ে পদ্ধতিগত কোন পার্থক্য নেই। তবে ১ নারীদের পৃথক জামাআত হলে সেখানে নারী ইমাম পুরুষদের মত সামনে একা না দাঁড়িয়ে প্রথম কাতারের মাঝে দাঁড়াবেন (দারাকুতনী ১ম খণ্ড, পৃ' ১৫৫)। ২. ইমাম ভুল করলে নারীরা সুবহানাল্লাহ না বলে হাতে তালি দিবার মত আওয়াজ করবেন (বুখারী মুসলিম)। ৩. মেয়েরা তাদের পরিধেয় ছাড়াও একটি বাড়তি চাদর গায়ে দিয়ে সালাত না পড়লে তার সালাত কবুল হবে না (আবু দাউদ, তিরমিযী)। এছাড়া আর কোন পার্থক্য নেই। অন্য যা কিছু পার্থক্য বলা হয় তার সহীহ দলীল নেই।

৩৫. ফজরের সালাত আবছা আঁধারে পড়া অর্থাৎ গলছে পড়া আল্লাহর রাসূলের (সা) নির্দেশ যা সহীহ হাদীসে বর্ণিত।

৩৬. ফজরের ফরয সালাত চলাকালীন কোন সুন্নাত পড়া যাবে না।

৩৭. জুমুআর দিনে ফজরে ফরয দু'রাকাআতে সূরা সাজদা ও সূরা দাহর তেলাওয়াত এত্তেবায়ে রাসূল (সা)।

৩৮. সকল ঋতুতে যোহর ১টায় আযান ও ১.৩০ টায় জামাআত হাদীস সম্মত নয়।

৩৯. আসরের সালাত আসল ছায়া যখন দ্বিগুণে বর্ধিত হতে শুরু করে তখনই পড়তে হয়।

৪০. মাগরীব সূর্যাস্তের সাথে সাথেই এবং আযান ও ইকামাতের মধ্যে দু'রাকাআত সুন্নাত পড়া উচিত (সহীহ বুখারী)।

৪১. এশার সালাত রাত করে পড়া উচিত।

৪২. বিতর এক রাকাত পড়ার সহীহ হাদীস মৌজুদ এবং দু'আয়ে কুনুত যা বুখারী শরীফে উল্লেখিত সেটাই পড়া উত্তম।

৪৩. সালাতের শুরুতে নিয়্যাত মুখে উচ্চারণ করার কোনই হাদীস নেই। এটা সালাত আদায়ের জন্য মনের দৃঢ় সংকল্প।

৪৪. সালাত শুরু আগে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে ইন্নি অজ্জাহতু.....পড়ার কোনই দলীল নেই।

৪৫. জুমুআর দিনে সারা বছর ১.০০ টায় আরবীতে খুতবা আর ১.৩০ টায় জামাআত একেবারেই অনুচিত।

৪৬. জুমুআর দিনে আখেরী যোহর পড়ার কোন সুযোগ নেই।

৪৭. সালাতে তাকবীরে তাহরীমা, রুকুতে যাবার পূর্বে ও রুকুর পরে এবং ৩য় রাকাআতে রাফউল ইয়াদায়েন করা রাসূলের সুন্নাত, যা সকল সহীহ হাদীসের কিতাবে একাধিক রেওয়ায়েতে বিদ্যমান। এ হাদীস মনসুখ বলা আর রাসূলের আমৃত্যু সুন্নাতকে বর্জন করা সমপর্যায়ভুক্ত।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৪৮. কব্জি ধরে নাভীর নীচে হাত বাঁধা সর্ব সম্মতিক্রমে যয়ীফ হাদীস এবং বুকে হাত বাঁধা সকল হাদীস গ্রন্থে সহীহ রূপে বর্ণিত।

৪৯. ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ মুতাওয়াতির হাদীস যা অধিক সংখ্যক সাহাবী (রা) কর্তৃক বর্ণিত ও রাসূলের (সা) আমল।

৫০. মহানবী (সা) এর পদ্ধতিতে সালাত আদায় করতে হলে স্বরব কিরআতে উচ্চস্বরে আমীন বলতেই হবে।

৫১. কাতারে দুজনার মাঝে ফাঁক রেখে দাঁড়ানো চলবে না। বরং কাঁধের সাথে কাঁধ ও পায়ের টাখনুর সাথে পরস্পরে মিলিত হয়ে কাতার সোজা করে দাঁড়াতে হবে। এটাই বিশুদ্ধ হাদীস। ফাঁক ফাঁক হয়ে দাঁড়াবার কোনই হাদীস নেই বরং ঐ ফাঁকে শয়তানকে জায়গা করে দিবার সর্তকবাণী হাদীসে সহীহভাবে বর্ণিত।

৫২. রুকু হতে উঠে হামদান কাছিরান তাইয়্যেবাম মুবারাকান ফিহে বলা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ যা পরিত্যাগ করা হতভাগ্যের লক্ষণ।

৫৩. রুকু হতে সিজদায় গমন কালে আগে হাত রেখে পরে হাঁটু স্থাপন করতে হবে।

৫৪. দুই সিজদার মাঝে দু'আ পড়তে হবে যা সহীহ হাদীসে বর্ণিত।

৫৫. সিজদা হতে উঠে দাঁড়ানোর আগে বসে তারপর দ্বিতীয় রাকাতের জন্য উঠতে হবে। সরাসরি উঠা যাবে না।

৫৬. তাশাহুদের সময় উভয় হাতের তালু উভয় হাঁটুর উপর রাখতে হবে এবং ডান হাতের তর্জনী সর্বদা উঁচু করে ইশারায় রাখতে হবে।

৫৭. বিতর সালাতে পুনরায় তাকবীর বলে হাত বাঁধার হাদীস নেই।

৫৮. বুখারী শরীফে বর্ণিত দু'আয়ে কুনুতটা পড়াই উত্তম।

৫৯. শেষ বৈঠকে নিতম্ব যমিনে রেখে ডান পা খাড়া করে বাম পা বের করে বসা উত্তম।

৬০. সালাম ফিরানোর পর ইমাম মুক্তাদী সকলেই উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার বলা হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত।

৬১. ঈদগাহে পাকা মিম্বর তৈরী করা হাদীস বিরুদ্ধ কাজ।

৬২. ঈদাঈনের সালাতের পূর্বে বয়ান করা সুন্নাতের খেলাফ।

৬৩. ঈদাইনের সালাত ৭+৫=১২ তাকবীরে আদায় করতে হবে। ছয় তাকবীরের কোন হাদীস নেই।

৬৪. রামাযানে সাহরী বিলম্বে খাওয়া এবং সূর্যাস্তের সাথে সাথে কোন প্রকার দেরী না করে ইফতার করা সুন্নাতে নাব্বী। এর ব্যতিক্রম সুন্নাত বিরোধী।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৬৫. কিয়ামুল লাইল বা রামাযানে তারাবীহর সালাত বিতর সহ ৮+৩=১১ রাকা'আত। ২০ রাকা'আতের হাদীস দুর্বল ও আমলযোগ্য নয়।

৬৬. রামাযানে ফজরের সালাত যথা সময়ে আদায় এবং বাকী এগারো মাসে দেরীতে আদায় খায়েশের তাবেদারী ভিন্ন আর কিছুই নয়।

৬৭. লাইলাতুল কাদ্‌র কেবল ২৭শে রাতে স্থির করা আদৌ প্রমাণিত নয় বরং ২১, ২৩, ২৫, ২৭, ২৯শে পালন করা সুন্নাতে নব্বী।

৬৮. যাকাতুল ফিতর এক সা' প্রধান খাদ্যশস্যে মাথাপিছু ছোট বড় ধনী গরীব গোলাম, আযাদ, নারী পুরুষ সবার জন্য ফরয (বুখারী শরীফ)। তা ঈদগাহে যাবার পূর্বেই আদায় করতে হবে মহল্লা বা শাখায় একত্রিত করে বন্টন করত হবে মিসকীনের খাদ্য হিসাবে।

৬৯. যাকাতুল ফিতরকে যাকাতুল মালের নিসাবে সাব্যস্ত করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

৭০. তারাবীহর সালাতে ২৭শে রাতে কুরআন খতম করতেই হবে এমনটি অনুচিত।

৭১. ব্যবহৃত অলংকার স্বর্ণ রৌপ্য যাই থাকুক না কেন তা বাজার দরে হিসাব করে যাকাত দিতে হবে। এটাই সহীহ হাদীস।

৭২. কাবার গিলাফ ধরে চুম্বন বা কাবার দেয়াল চুম্বন নাজায়েয।

৭৩. মাসজিদে আইশা থেকে ইহরাম বাঁধা বিদ'আত।

৭৪. ৮ই যিলহাজ্জ মিনায় এবং ৯ই যিলহাজ্জ দুপুরের পূর্বেই আরাফাতে এবং ৯ই যিলহাজ্জ সূর্য ডুবার পর আরাফাত হতে মাগরীবের সালাত না আদায় করে মুযদালিফায় গমন সহীহ হাদীস সম্মত।

৭৫. ১০, ১১, ১২, ১৩ তারিখে মীনায় অবস্থান সর্বোত্তম।

৭৬. জামরাতে সূর্য গড়িয়ে যাবার পর কংকর নিক্ষেপের যথাযথ সময়।

৭৭. মদীনাতে ৪০ ওয়াক্ত সালাত আদায় বাধ্যতামূলক মনে করা বিদ'আত।

৭৮. ঈদের পর মুয়ানাকা বা কোলাকুলি করা বিদ'আত।

৭৯. দুজনের ২টি ডান হাতে মুসাফা করা সুন্নাত, ৪ হাতে নয়, মুসাফার পর বুকে হাত রাখা বা হাতে চুমু দেয়া ঠিক নয়।

৮০. মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির ছুটে যাওয়া সালাতের কাফফারা আদায় বিদ'আত। ছুটে যাওয়া সালাতের উমুরী কাযা আদায় বিদ'আত।

৮১. মৃত ব্যক্তির শিয়রে কুরআন খতম বা লাখ কলেমা পড়া বিদ'আত।

৮২. জানাযায় সূরা ফাতিহা পড়তেই হবে নইলে নাবী (সা) এর সুন্নাত মুতাবিক জানাযা হ'ল না (বুখারী শরীফ জানাযা অধ্যায়)।

৮৩. মৃত্যুর ৩য় দিনে কুলখানি ও ৪০ দিনে চেহলাম এবং প্রতি বছর মৃত্যু দিবস পালন করা বিদ'আত।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৮৪. বিবাহে বরের আর্থিক সামর্থ অনুযায়ী মোহর ধার্য করে নগদে পরিশোধ না করে দেন মোহর বা ঋণ মোহর রেওয়াজ কুরআন ও হাদীস বিরুদ্ধ কাজ।

৮৫. বিবাহ অনুষ্ঠানে মিলাদ পড়ানো বিদ'আত।

৮৬. বিবাহে হিন্দুদের মত গায়ে হলুদ, ক্ষীর খাওয়ানো, গোসল, হৈ হুল্লোড় করা ছবি, ভিডিও, গান বাজনা ইত্যাদি সবই বিদ'আত হিন্দুয়ানী প্রথা।

৮৭. বর কনেকে দর্শনার্থীদের জন্য স্টেজে সাজিয়ে প্রদর্শনী করা, বেপর্দা ও বেলেহাজ বিদ'আত।

৮৮. এক বৈঠকে তিন তালাক বিদ'আত। তিন মাসে পবিত্র অবস্থায় এক এক করে তিন তালাক দেয়া কুরআন ও সুন্নাহ মাফিক।

৮৯. হিলা বিবাহ জঘন্যতম অমানবিক ব্যভিচারের মহড়া।

৯০. সন্তান জন্মের সপ্তম দিবসে আকীকা না করে ইচ্ছামত সময়ে তা করা ও অর্থবোধক ইসলাম সম্মত নাম না রাখা আদৌ ঠিক নয়।

৯১. ঈদুল আযহার কুরবানীর গরুতে ৭ ভাগে আকীকার কুরবানী বৈধ নয়।

৯২. খৎনার উৎসব করা ও কান ছিদ্র করে সোনার মাকড়ী পরিয়ে অপমৃত্যু রোধ করার রেওয়াজ বিদ'আত।

৯৩. পুরুষের জন্য সোনার আংটি, সোনার চেন বা সোনার যে কোন গহনা পরা হারাম।

৯৪. গৃহে কুকুর পোষা, প্রাণীর ছবি, পুতুল রাখা, স্বামী স্ত্রী সন্তান তাজমহল বা আজমীরের কবরের ছবি রাখা হারাম।

৯৫. বালা মুসিবত হতে উদ্ধার পেতে পাঞ্জাতে কালামুল্লাহর আয়াত সূরা ও দু'আ থিন পেপারে ছাপিয়ে তা বাঁধাই করে ঘরে টানানো, এটাও বিদ'আত।

৯৬. ওলী আওলিয়ার মাযার হতে প্রাপ্ত তবাররক খাওয়া হালাল নয়।

৯৭. ওলী আওলিয়া অদৃশ্য থেকে পৃথিবী শাসন করছেন, ভূমিকম্প, ঝড়, সাইক্লোন ও মহামারী রোধ করছেন এ ধরণের বিশ্বাস বড় ধরণের শির্ক।

৯৮. আহমদ ও আহাদের পার্থক্য কেবল 'ম' বা মীমের। মীমের পর্দা উঠিয়ে দিলে উভয়ে এক অভিন্ন এ ধারণাও শির্ক।

৯৯. তাবলীগের ছয় উসুল, গাশত চিল্লা বিশ্ব ইজতিমা আখেরী মুনাজাত এ সবই অভিনব আবিষ্কার যা সুন্নাতে মুহাম্মাদীতে অনুপস্থিত। সহীহ হাদীসের তাবলীগ না করে ফাযায়েলে আমল বিষয়ক মুরুব্বীদের কল্পকাহিনী আর লক্ষকোটি সওয়াবের হিসাবের তালীম ও মেহনত সুন্নাতে রাসূল (সা) মুতাবিক নয়। সময় লাগান, চিল্লা দেন আর বয়ান শুনেন বলে কর্মক্ষম মুসলিমদের সময়, শ্রম ও চিন্তা ফিকিরে বন্দী করে হাড়ি পাতিল বয়ে জাতিকে নিষ্কর্মা করে দেবার এক অভিনব পন্থা। ঐসব তালীম ও ইজতিমা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

থেকে শির্ক বিদ'আত, কুফর ও ইলহাদ এ সূদ, ঘুষ, যেনা, মদ, জুয়া, চরিত্র বিধ্বংসী শয়তানী কার্যকলাপ বন্ধের কোন আওয়াজ শুনা যায় না। কালেমার দাওয়াতে রোমান ও পারসিয়ান রাজপ্রাসাদ নড়ে উঠেছিল, লাত মানাত নিশ্চিহ্ন হয়েছিল অথচ আজ কালেমার দাওয়াত আর জামাআত বিশ্ব জুড়ে কিন্তু সমাজের কোন পরিবর্তন কি আদৌ লক্ষ্য করা যাচ্ছে ?

প্রতিটি মুসলিম দেশ, সমাজ এবং সামগ্রিকভাবে মুসলিম জাতি তার প্রকৃত চেহারা কুরআন ও সুন্নাহর আয়নায় দেখতে নারাজ, বিধায় বিপর্যয় ও পরাজয় এবং লাঞ্ছনা ও যুলুম এবং নির্মম অত্যাচারের শিকারে পরিণত হয়েছে। যতই ওহীর আলো থেকে দূরে যাচ্ছে দলের পর দল তৈরী করে, মতভেদ মতানৈক্য মতবিরোধ করে, গোড়ামী ও অন্ধবিশ্বাসের বেড়ী গলায় পরিয়ে, ততই জাতীয় দুর্দিন জাপটে ধরছে। এই বিপর্যয় হতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় আল কুরআন ও হাদীসে রাসূলের (সা) উপর সম্পূর্ণভাবে জীবনকে সঁপে দেয়া, চিন্তা ভাবনা শ্রম ও অর্থ ন্যস্ত করা। তাহলে আশার আলো সুবহে সাদিকে উদ্ভসিত হবে। পুরানো দিনের সোনালী ইতিহাস আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে। আমরা বিজিত জাতি নই বিজয়ী জাতি।

অতি সংক্ষেপে আলোচিত উল্লেখিত ৯৯টি বিষয় দেখতে পাবেন আল কুরআনের সূরার অনুবাদে, বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, আবু দাউদ, তিরমিযী শরীফ, নাসাঈ শরীফ, ইবনে মাজাহ শরীফ, মুয়াত্তা মালেক, মুসনাদে আহমদ, কিতাবুল উম্ম, দারেমী, দারাকুতনী, হাকেম, বাইহাকী, মুসান্নাফে আবি শাইবা, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক তারাবানী, সহীহ ইবনে হিব্বান, ফাতহুল বারী, আউনূল মাবুদ, তুহফাতুল আহওয়াজী, বুলুগুল মারাম, সুবুলুস সালাম, তাকরীবুত তাহজীব, তাবাকাত সাদ, বিদায়া ওয়া, নিহায়া, সিরাতো ইবনে ইসহাক এবং সহীহ ইবনে খুজায়মাহ খোঁজ করলে। রাসূলের (সা) ফায়সালা মেনেই এবং তাঁকে অনুকরণ করেই তাঁর ভালবাসা পাওয়া সম্ভব।

সহীহ্ হাদীসের আলোকে আহলে হাদীসগণের ইবাদাতের মাত্র কয়েকটি বিষয় যে সম্পর্কে প্রখ্যাত হানাফী ওলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেন তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিচে প্রদত্ত হল ঃ-

১ ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে

১	শাহওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ)	হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা পৃ. ৯
২	আল্লামা আব্দুল হাই লাখনুভী (রহ)	তাহকিকুল কালাম পৃ. ৬, মৃফিদুল আহনাফ পৃ. ৬, তালিকুল মুমাজ্জাদ ঃ পৃ.১০১
৩	শাহ আব্দুর রহীম (রহ)	গাইসুল গামাম ঃ পৃ. ১৫৬ তাহকিকুল কালাম ঃ পৃ. ৫
৪	আল্লামা বুরহান উদ্দীন মুরগানানী	হিদায়া
৫	আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ)	উমদাতুল কারী
৬	মোল্লা আলী কারী হানাফী (রহ)	মিরকাত

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৭	মোল্লা জিউন (রহ)	মুফিদুল আহনাফ ঃ পৃ. ৬, তাহকিকুল কালাম ঃ পৃ.৪৪
৮	শাইখুত তাসলীম আল্লামা আব্দুর রহীম (রহ)	প্রাগুক্ত
৯	আল্লামা মিরজা জানে জানা (রহ)	প্রাগুক্ত
১০	আল্লামা ইমাম নববী (রহ)	শরাহ মাযহাব মিসরী ছাপা- ৩য় খণ্ড পৃ. ৩২৭
১১	আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ)	ফাসসুল খিতাব পৃ ২৯৮
১২	আল্লামা রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহ)	সাবিলুর রাশাদ ঃ ২০-২১ পৃঃ
১৩	আল্লমা জাফর আহমদ উসমানী (রহ)	ফারান কিরসা পৃ. ১১
১৪	আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ)	ওয়াসিয়াত নং ৭

এছাড়া ইমাম আবু হানিফা (রহ) ও তার বিখ্যাত ছাত্র ইমাম মুহাম্মদ সাইবানী সূরা ফাতিহা ইমামের পশ্চাতে না পড়ার পুরাতন মত পরিত্যাগ করে পড়ার পক্ষে নতুন মতের নির্দেশ দেন (গাইসুল গামাম ইমামুল কালাম সহ ১৫৬-১৫৭ পৃ.)।

২. সরব কিরআতে জোরে আমীন বলতে হবে।

১	আল্লামা আব্দুল হাই লখনভী (রহ)	ফতহুল কাদীর
২	ইমাম ইবনুল হুমাম (রহ)	হিলয়্যাতুল মুহাল্লী
৩	ইবনে আমিরুল হাজ্জ (রহ)	শরহে মুনিয়্যাতুল মুসাল্লী (শারহ আকায়াহ পৃ. ১৪৬ সহ টীকা।
৪	ইমাম মোহাম্মদ শাইবানী (রহ)	মোয়াত্তা মুহাম্মদ পৃ. ১৫
৫	আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ)	ওয়াসিয়াত নং ৭
৬	আবুল হাসান সিন্ধি (রহ)	ইবনে মাজাহর টীকা পৃ. ১৪৫

৩. রাফউল ইয়াদায়েন করা রুকুর পূর্বে, পরে এবং তৃতীয় রাকাআতের শুরুতে।

১	আল্লামা আইনী (রহ)	উমদাতুল কারী ৫ম খণ্ড পৃ. ২৭২
২	আল্লামা ইবনে নুজায়েম (২য় আবু হানিফা)	বাহারুল রায়েক ১ম খণ্ড ৩১৫ পৃ.
৩	শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ)	হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ২য় খণ্ড পৃ. ১৪
৪	আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (রহ)	মা লা বুদ্দা মিনহু পৃ. ২৭
৫	আব্দুল হাই লাখনুভী (রহ)	আত তালীকু মুমাজ্জাদ পৃ. ৯১
৬	আবুল হাসান সিন্ধি (রহ)	ইবনে মাজাহ ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৬ টীকা
৭	শাইখুল হিন্দ আল্লামা মাহমুদুল হাসান (রহ)	রাসূলে আকরাম কি নামায- পৃ. ৬৭
৮	আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ)	প্রাগুক্ত- পৃ. ৬৯
৯	আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ)	উমদাতুল কারী ৫ম খণ্ড পৃ. ২৭২
১০	আল্লামা যয়লায়ী (রহ)	সানবুর রায়াহ ১ম খণ্ড পৃ. ৪১০

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৪. বুকে হাত বাঁধাঃ নাভীর নীচে হাত বাঁধার হাদীস সহীহ নয়।

১	আল্লামা যয়লায়ী (রহ)	নাসবুর রায়াহ ১ম খণ্ড পৃ. ৩১৩
২	আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ)	উমদাতুল কারী ৫ম খণ্ড ২৭৯ পৃ.
৩	আল্লামা ইবনে হুমাম (রহ)	ফতহুল কাদীর ১ম খণ্ড ১১৭পৃ. মিরকাত ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০১
৪	ইমাম নববী (রহ)	ঐ
৫	আল্লামা আব্দুল হাই লাখনুভী (রহ)	হিদায়া ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৬ টীকা নাং ২৩
৬	আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (রহ)	আইনুল হিদায়া ১ম খণ্ড ১১৬ পৃ.

৫. তারাবীহর সালাত রাকাআত সংখ্যা ৮ ও বিতর ৩=১১ রাকাআত ২০ নয়।

১	ইমাম মোহাম্মদ আশ শায়বানী (রহ)	মুয়াত্তা মুহাম্মাদ
২	ইমাম হুমাম (রহ)	মিসকুল খিতাম, ১ম খণ্ড ২৪৮ পৃ.
৩	মোল্লা আলী কারী (রহ)	মিরকাত ১ম খণ্ড ১৫৫ পৃ.
৪	আল্লামা যয়লায়ী (রহ)	নসবুর রায়া ২য় খণ্ড ১৫৩ পৃ.
৫	ইমাম তাহাবী (রহ)	দুররে মুখতার হালিয়া তাহতাবী ১ম খণ্ড ২৯৫ পৃ.
৬	আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ)	মাদারেজুন নবুওয়াত
৭	শাইখ আব্দুল হাই লাখনুবী (রহ)	উমদাতুর রেয়ায়া ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৭
৮	শাইখ আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ)	আল উরফুশ শাযী ৩০৯ পৃ.
৯	শাইখ রশীদ আহমাদ গাংগুহী (রহ)	রেসালা আল হাককুস সাবীহ পৃ. ২২
১০	শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ)	মোসাফফা শারহে মুয়াত্তা ১ম খণ্ড, ১৭৭ পৃ.

৬. ঈদায়েনের সালাতে অতিরিক্ত তাকবীর ৭+৫=১২টি, ছয়টি নয়।

১	ইমাম আবু হানিফার (রহ) প্রখ্যাত ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ (রহ)	শামী ৮৭১ পৃ. মুজতবা প্রেস
২	ইমাম আবু হানিফার (রহ) প্রখ্যাত ছাত্র ইমাম মুহাম্মদ (রহ)	মোয়াত্তা মুহাম্মদ ঐ

৭. জানাযা সালাতে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে।

১	আল্লামা মোল্লা আলী কারী (রহ)	মিরকাত ২য় খণ্ড ৩৫৫ পৃ.
২	আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ)	উমদাতুল কারী, ৮ম খণ্ড পৃ. ১৭০
৩	ইমাম কস্তালানী (রহ)	মিরআত ২য় ৪৭৭ পৃ.
৪	শাহ আব্দুর রহীম (রহ) পিতা শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ)	আনফাসুল আবেদীন পৃ. ৬৯
৫	শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ)	হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ ২য় খণ্ড ৩৬পৃ.
৬	আল্লামা যয়লয়ী (রহ)	নাসবুব রায়া হাশিয়া ২য় খণ্ড ২৭১পৃ.
৭	আল্লামা আবুল হাসান সিন্ধি দেওবন্দী (রহ)	হাশিয়া ইবনে মাযাহ ৪৫৫ পৃ.
৮	আল্লামা আব্দুল হাই লাখনুবী (রহ)	ইমামুল কালাম পৃ. ২৩৩

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৯	আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (রহ)	মালাবুদ্দা মিনহু পৃ. ৮২, ২৬১

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

১. আল্লামা আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন (রহ) লিখিত গ্রন্থাবলী।
২. আল্লামা মুহাম্মদ মতিউর রহমান সালাফী প্রণীত তরীকায়ে মুহাম্মাদীয়া।
৩. আল্লামা অধ্যাপক হাফেজ শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভীর গ্রন্থাবলী।
৪. মূল হেদায়া দেরায়াসহ।
৫. ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী।

হানাফী ফিকাহর কিতাবের ইতিকথা

কুরআনুল করীম ও হাদীসে রাসূল (সা) যেমন আইনের উৎস মুসলিমদের জন্য তেমনি দীনের উপর সুদৃঢ়ভাবে কায়েম থাকার জন্যও ঐ দুটি উৎসের ঝরণাধারা হতে অমৃত সুধা পান ব্যতীত আর কোন বিকল্প নেই। তবে যারা ইজমা ও কিয়াস ভিত্তিক শরীয়ত অন্বেষণে ফিকাহ শাস্ত্রের আবিশ্যিকতা স্বীকারপূর্বক কিতাবী আকারে মহামতি ইমাম আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত (রহ) কর্তৃক সংকলন বোর্ড তৈরী করার কথা বলেন তা যেমন সন্দেহমুক্ত নয়, তেমনি প্রশ্নবিদ্ধ যথার্থতা বিশ্লেষণে। আল্লামা শিবলী নোমানী (রহ) সিরাতে নো'মানের ১০৬-১০৮ পৃষ্ঠাব্যাপী ফিকহের কিতাব বা মাসআলা কিতাবী আকারে সংকলন তরীকা ও তার যামানা সম্পর্কে যে তথ্য আমাদের উপহার দিয়েছেন সে সম্পর্কে পাঠকের যে কৌতুহল সৃষ্টি হয়েছে তার কিছুটা আলোকপাত করা বিশেষ জরুরী।

মহামতি ইমাম সাহেব ঐ কমিটি গঠন করেন ১২১ হিজরীতে যখন তার বয়স ৪১ বছর। ঐ কমিটির কাজ চলে ১২১ হিজরী হতে ১৫০ হিজরী পর্যন্ত। যাদের নিয়ে কমিটি গঠন করেন সেই ১২১ হিজরীতে তাদের মধ্যে ছিলেন-

১। ইয়াহয়া বিন আবি যায়েদা (রহ), ২। হাফস বিন গিয়াস (রহ), ৩। কাজী আবু ইউসুফ (রহ), ৪) দাউদ তাঈ (রহ), ৫) হিব্বান (রহ), মনাদ্দল (রহ), ৬। ইমাম যুফার (রহ), ৭। কাসেম বিন মাআন (রহ), ও ৮। ইমাম মুহাম্মদ (রহ)।

এই কমিটির সদস্য সম্পর্কে আল্লামা আব্দুল আযীয রহীমাবাদী (রহ) তার প্রসিদ্ধ কিতাব হুসনুল বয়ানে' যা আলোচনা করেন তা নিম্নরূপ ঃ

১। ইমাম মুহাম্মদের জন্ম তারিখ ১৩২/১৩৫ হি. (ইবনে খাল্লিকান)। তাহলে ঐ কমিটি করার সময়ের ১১ বা ১৩ বছর পরে তার জন্ম।

২। ইমাম কাজী আবু ইউসুফ এর জন্ম তারিখ ১১৩ হি.। কমিটি করার সময় তার বয়স ৮ বছর মাত্র।

৩। ইমাম যুফার এর জন্ম ১১০ হি.। কমিটি করার সময় তার বয়স ১১ বছর।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৪। হিব্বান এর বয়সও কমিটি করার সময় ৮/৯ বছর এবং অত্যন্ত দুর্বল বা জয়ীফ রাবী।
৫। ইয়াহয়া বিন আবি যায়েদাহর জন্ম- ১২০ হি.। কমিটি করার সময় তার বয়স ১ বছর।
৬। আল মনাদ্দল এর জন্ম ১০৩ হি.।

অতএব ঐ কমিটি গঠনের ব্যাপারে কি সংশয় সৃষ্টি হল না? যাদেরকে নিয়ে কমিটি তাদের সেই সময় হয় জন্ম হয়নি, নয় বালক মাত্র। তবে তাদের যৌবনে মহামতি ইমাম সাহেবের নামে হানাফী কিতাবের মাসআলাগুলি বর্ণিত। অর্থাৎ একটা মাসআলা বর্ণনা করার আগে বা পরে বলা হয়েছে ইমাম আবু হানিফা বলেন বা এটা আবু হানিফার মত। অথচ কোন সনদ নেই। যেমন হাদীসের সনদ বাছ বিচার করে প্রমাণ করা যায় যে সত্যিই হাদীসখানি রাসূলুল্লাহর (সা) না, তার নামে মিথ্যা বানোয়াট বা জাল করা হয়েছে। ফিকাহর কিতাবে এ ব্যাপারে ঘাটতি যথেষ্ট।

প্রসিদ্ধ হানাফী ফিকাহর কিতাব- তার রচয়িতা, রচনা কাল এবং ইমাম সাহেবের মৃত্যুর কত বছর পর তা রচিত তার একটা তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

ফিকাহ কিতাবের নাম	লেখকের নাম	লেখার সন (নিম্নের হিজরীর মধ্যে)	ইমাম সাহেবের মৃত্যুর কত বছর পর লেখা
১. কুদুরী	আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আহমদ বাগদাদী।	৪২৮ হি. ৫ম শতক	২৭৮ বছর পর
২. হিদায়া	বুরহানউদ্দিন আলী বিন আবু বকর মুরগীনানী।	৫৯৩ হি. ৬ষ্ঠ শতক	৪৪৩ বছর পর
৩. মুনিয়াতুল মুসল্লী	বদরুদ্দীন কাশগড়ী	৭ম শতক	
৪.কানযুব দাকায়েক	আবুল বারাকাত আব্দুল্লাহ বিন আহমদ হাফেজুদ্দীন নসফী	৭১০ হি. ৮ম শতক	৫৬০ বছর পর
৫. শরহে বেকায়া	উবায়দুল্লাহ বিন মাসউদ মাহবুবী	৭৪৫ হি. ৮ম শতক	৫৯৫ বছর পর
৬. দুররে মুখতার	মুহাঃ আলাউদ্দিন বিন শায়েখ আলী হাসানী	১০৭১ হি. ১১ শতক	৯২১ বছর পর
৭. ফাতওয়ায়ে আলমগীরী	আওরঙ্গজেবের সময় ৭০০ আলেম কৃর্তক রচিত।	১১১৮ হি. ১২ শতক	৯৬৮ বছর পর
৮. মা-লা-বুদ্দামিনহু	কাজী সানাউল্লাহ পানিপথি	১২২৫ হি. ১৩ শতক	১০৭৫ বছর পর
৯. বেহেশতী জেওর	মাওলানা আশরাফ আলী থানভী	১২৮০ হি. ১৩ শতক	১১৩০ বছর পর

বড়ই আশ্চর্যের কথা! যার নামে উক্ত ফিকাহর কিতাবে মাসআলা লেখা হ'ল তার সাথে লেখকের দেখা হওয়া তো দূরের কথা ইমাম আবু হানিফার (রহ) মৃত্যুর ২৭৮

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

থেকে ১১৩০ বছর পর কেতাবগুলি লেখা অথচ লেখক থেকে ইমাম সাহেব পর্যন্ত কোন সনদের ধারাবাহিকতা নেই। তাহলে একথা কেমনভাবে প্রমাণিত হবে যে উক্ত কেতাবের মাসআলাগুলি সত্যি সত্যিই আবু হানিফা নুমান বিন সাবিতের (রহ) কথা না অন্য কারো? কেননা ইমাম সাহেব ছাড়া আরো ১৯ জন আবু হানিফার নাম পাওয়া যায় যাদের মধ্যে কেউ মুতাজিলা, কেউ কাদরীয়া, কেউ শিয়া ছিলেন। মরহুম মাওলানা কুতুবউদ্দিন আহমদ সাহেব তার ২ নং 'সত্যের আলো' পুস্তিকায় ইমাম সাহেব সহ ২০ জন আবু হানিফার নাম উল্লেখ করেছেন।

ইমাম সাহেবের ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ তদীয় ইমাম আবু হানিফার (রহ) নামে যে মাসআলা বিদ্যমান তার তিন ভাগের ২ ভাগ মাসআলায় মতভেদ বা বিরোধিতা করেছেন। অনুরূপ ভাবে ইমাম যুফার (রহ)ও স্বীয় ইমামের মাসআলার সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন অনেক অনেক মাসআলাতে। হিদায়া বা অন্যান্য কিতাব দেখলেই এ কথার যথার্থতা মিলবে।

ফলে ফিকাহর কিতাবে- কালা আবু হানিফাতা- আবু হানিফা বলেছেন, হাযা ইনদা আবি হানিফাতা- ইহা আবু হানিফার মত, আন আবি হানিফাতা- আবু হানিফা হতে বর্ণিত, হাযা কওলু আবি হানিফা- ইহা আবু হানিফার উক্তি এসব কথা কোন আবু হানিফার তা কি বুঝবার উপায় আছে যদি তা ইমাম আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত পর্যন্ত বলা না হয়? কেননা এমন এমন মাসআলার কথা বর্ণনা করা হয়েছে যা তার ছাত্ররা বর্জন করেছেন এবং হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণও মানেন না। তাহলে এখানে কি ইমাম সাহেবের মতবাদ বা কিয়াস বা রায় সম্পর্কে গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয় না?

ফাতওয়ায়ে আলমগীরী সম্রাট আলমগীরের আদেশে ৮ বছর পরিশ্রম করে ৭০০ আলেম প্রায় ৩০ খানা ফিকাহর কিতাব ঘেটে এ ফিকাহর বিরাট গ্রন্থখানি রচনা করেন। ১৬৬৩ খৃ. রচনা শুরু আর শেষ হয় ১৬৭১ খৃ.। ইসলামিক ফাউন্ডেশন এটি বাংলায় অনুবাদ করেছে। পরিচালকের কথায়- "এই গ্রন্থই জগদ্বিখ্যাত ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী যা মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আইনের প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত ও সমাদৃত।" এখানে এ প্রামাণ্য গ্রন্থের মাত্র কয়েকটি ফাতাওয়ার কথা উল্লেখ করা হল। পাঠক দেখুন, মাসআলাগুলি কি সুন্নাহ বা হাদীস ভিত্তিক না হানাফী মাযহাবের মানুষেরা মানেন? অথচ আবু হানিফা (রহ)-এর নামে ফাতওয়া দেওয়া হল আর তার দুই প্রখ্যাত ছাত্র তার

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেন। অথচ এটা যে ইমাম সাহেবের ফাতাওয়া তা বুঝবার কোনই উপায় নেই।

১। ইমাম আবু হানিফা (রহ) এর মতে ফারসী বা অন্য কোন ভাষায় কিরআত পড়া জায়েয। এটা সহীহ মত। অথচ ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) তারই ছাত্র-তারা বলেছেন এটা যায়েজ নয় (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী বাংলা অনুবাদ ১ম খণ্ড, ই. ফা. বা. প্র. পৃ. ১৮৬)।

এখন বলুন- হানাফী সমাজ কি এই জায়েয ও সহীহ মত অনুযায়ী সালাতে ফারসী বা বাংলা বা ইংরেজী ভাষায় কিরআত পড়েন? যদি এই সহীহ মত তারা গ্রহণ না করেন তবে তারা কিভাবে তাদের ইমামকে মান্য করলেন। আর এমন জায়েয ও সহীহ মতটি সৃষ্টি করার কি কোন প্রয়োজন ছিল?

২। কোন ব্যক্তি যদি রুকু না করে সোজা খাড়া থেকে সিজদায় চলে যায় এবং সুন্নাতের বিপরীতে উটের ন্যায় যায় তবে এ সামান্য ঝুঁকার দ্বারাও রুকু আদায় হয়ে যাবে। (পৃষ্ঠা ১৮৬ মাসআলা নং ২৪)।

লক্ষ্যণীয় বিষয় ফাতাওয়াটিতে বলা হচ্ছে সুন্নাতের খিলাফ অথচ রুকু আদায় হয়ে যাবে? এমন অদ্ভুত খেয়াল প্রসূত কিয়াস কি হানাফীরাও মানেন? যেটা সুন্নাতের খিলাফ সেটা কি বিদ'আত নয়?

৩। আল্লাহু আকবর এর পরিবর্তে কেউ যদি সুবহানাল্লাহ বা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দ্বারা সালাত শুরু করে তবে তা জায়েয (পৃষ্ঠা ১৮২ মাসআলা নং ২)। হানাফী ভাইয়েরা এটা মানেন? না এরূপ করেন? তাহলে এ নতুন আবিষ্কার কেন শরীয়াতের নামে?

৪। যদি কেউ বলে, যখন তোমাকে আমি বিবাহ করব তখন তোমাকে তালাক। অথবা যদি বলে, তোমাকে বিবাহ করার পূর্বে যখন তোমাকে আমি বিবাহ করব তখন তোমাকে তালাক। তাহলে তালাক হবে। ঐ ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ২৮৫ মাসআলা নং ১০। এটা কি ইসলাম হতে পারে? তালাক দিবার ইচ্ছাই যদি থাকে তবে বিবাহ কেন? এ তামাসা কেন একটা নারীর জীবনকে নিয়ে? স্রেফ ধান্দাবাজী।

৫। এক ব্যক্তি কোন এক মহিলাকে বিবাহ করার ইচ্ছা পোষণ করার পর ঐ মহিলার পরিবার এতে অসম্মত হয়। কারণ তার অন্য এক স্ত্রী আছে। অতঃপর সে তার স্ত্রীকে কবরস্থানে বসিয়ে রেখে এসে ঐ পরিবারে গিয়ে বলল আমার কবরস্থানে স্ত্রী ব্যতীত অন্য সব স্ত্রীকে তালাক। এতে তারা মনে করল তার কোন স্ত্রী জীবিত নেই। ফলে ঐ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মহিলাকে বিবাহ দিল। তাহলে বিবাহ সহীহ হবে এবং প্রতিজ্ঞাও মিথ্যা হবে না (ঐ পৃষ্ঠা ৪৫৭, ২য় খণ্ড)। এ ধরণের ধোঁকাবাজী যে কিতাবের মাসআলা হতে পারে সে কিতাব কিভাবে প্রামাণ্য দলীলরূপে একটি মাযহাবে গণ্য হয়? এমনই ধরণের বহু শত শত তালাকের বাহানার কথা রয়েছে যার না আছে শরঈ ভিত্তি না আছে বাস্তবতা। স্রেফ কিয়াস- জঘন্য কিয়াস ব্যতীত আর কিছুই নয়।

৬। কেউ যদি তার গোলামকে বলে এ আমার পিতা অথচ বয়সের দিক থেকে তার সমবয়সীরা তার মত লোকের পিতা হতে পারে না। তাহলে ইমাম আবু হানিফার মতে উক্ত গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের মতে আযাদ হবে না (ঐ ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪)। কি আজব ব্যাপার! পিতা পুত্রের বয়স কি সমান হয় কখন আবার সে বিষয়ে গুরু শিষ্যের মতভেদ। এটাও শরীয়তের মাসআলা হলে যারা মানে তাদের মস্তিষ্ক ঠিক কি থাকে?

৭। ইমাম আবু বকরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি বলে, এই মদ আমার জন্য হারাম। এরপর সে তা পান করে তবে তার হুকুম কি? জবাবে তিনি বলেন, এ বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একজনের মতে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। অন্য জনের মতে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। (ঐ ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৮)।

যেখানে কুরআন মদকে হারাম ঘোষণা করেছে সেখানে সেই হারাম বস্তু পান করার ব্যাপারে ইমাম কেন, কোন মুসলিমের কি দ্বিমত থাকতে পারে?

এহেন মাসআলা কি ইমাম আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত (রহ) এর ন্যায় অত উঁচুদরের উঁচু মাপের একজন ইমাম আদৌ দিতে পারেন বলে তো কোন প্রকৃত মুসলিমের বিশ্বাস হতে পারে না। অথচ এহেন আপত্তিকর জঘন্য মাসআলার বিরুদ্ধে অতশত আলেমরা প্রতিবাদ কেন করেন না? এরই নাম অন্ধভক্তি তাকলীদ-যা হারাম। ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী জুড়ে বিভিন্ন বিষয়ে এমন অগণিত মাসআলার কথা লেখা হয়েছে যা স্রেফ কিয়াস, কল্পনা প্রসূত, অনৈসলামিক, বাস্তবতা বর্জিত, অনৈতিক এবং কোন হানাফী তা মানেন না এবং মানতে পারেন না। এসব মাসআলা ইমাম আবু হানিফার নামে অথচ সনদ নেই- ফলে ইমাম আবু হানিফা নুমান বিন সাবিতের (রহ) নামে এ এক প্রচণ্ড মিথ্যা তোহমত ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা তারই স্বনামধন্য ছাত্ররা দুই তৃতীয়াংশ মাসআলার বিরোধিতা করেছেন। অথচ এদেশে লক্ষ লক্ষ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ওলামায়ে কেরাম ও মুফতী ইমাম খতিব সাহেবরা এর প্রতিবাদ স্বরূপ কিছু বলেন না, লিখেননা। কিন্তু কেন? আমার লেখা ক্ষুদ্র একটি পুস্তিকা "ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীর একি আজব ফাতাওয়া' বইখানা কোন সহৃদয় পাঠক যদি মেহেরবানী করে সংগ্রহ করে পাঠ করেন তবে অন্তত কিছুটা হলেও ঐ গ্রন্থখানি কতটুকু গ্রহণযোগ্য ও প্রামাণিক তা সহজেই বুঝতে পারবেন। বইখানি জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ, ১৭৬, নবাবপুর রোড, (৩য় তলা) ঢাকা-১১০০ এ ঠিকানায় পাওয়া যাবে অথবা লেখকের নিজ ঠিকানা আড়ংঘাটা, দৌলতপুর, জেলা-খুলনায় পাওয়া যাবে।

এবার আর একখানি হানাফী মাযহাবের মশহুর কিতাব যা ফিকাহ শাস্ত্রে অতি পরিচিত তার নাম হিদায়া। এ কিতাবখানি সম্বন্ধে এত উঁচু প্রশংসা করা হয়েছে যে এটা নাকি কুরআনের মত (নাউযুবিল্লাহ)। ইমাম আবু হানিফার (রহ) নামে মাসআলাগুলি বর্ণিত অথচ কোন সনদ নেই। ইমাম আবু হানিফার (রহ) মৃত্যুর ৩৬১ বছর পর হিদায়া কিতাবের লেখকের জন্ম। এটা নাকি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য ও জনপ্রিয় গ্রন্থ। এ কিতাবের মধ্য হতে মাত্র গুটি কয়েক ফাতওয়ার উদ্ধৃতি নিম্নে প্রদত্ত হল। পাঠক দেখবেন এসব মাসআলাগুলি কেমন প্রামাণ্য নির্ভরযোগ্য ও সহীহ যা মাযহাবী ভাইয়েরাও তা মানেন না

১। জুমুআর সালাত শুদ্ধ হয় না কেবল জামে শহর কিংবা শহরের ঈদগাহ ব্যতীত। গ্রামাঞ্চলে জুমুআ যায়েজ নয় (হিদায়া ১ম খণ্ড বাংলা অনুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পৃ. ১৫৫)।

অথচ প্রিয় নাবী (সা) প্রথম জুমুআ পড়েন বানু আমর ইবনে আওফদের গ্রামে (যাদুল মাআদ ১ম খণ্ড ২৩০ পৃ.ই.ফা.বা.প্র.)।

বাংলাদেশে ৬৮ হাজার গ্রাম। আর প্রতিটি গ্রামে একাধিক জুমুআ মসজিদ হানাফী ভাইদের। তাহলে তাদের আদায়কৃত ঐ সকল জুমুআর নামায কি নাজায়েয হচ্ছে? বিষয়টি গুরুতর। একটু ভেবে দেখবেন হিদায়া কিতাবের প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য ফাতাওয়াটি।

২। কেউ দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে দশ দিনের জন্য বিবাহ করল। ইমাম যুফার বলেন বিবাহ শুদ্ধ হয়ে স্থায়ী হয়ে যাবে। "ইমাম যুফার ইমাম আবু হানিফা (রহ) একজন প্রখ্যাত ছাত্র। (এই মাসআলাটি হিদায়া কিতাব ২য় খণ্ডে পৃ. ১৬ ই.ফা.বা.প্র. গ্রন্থে পাওয়া যাবে) অথচ নাবী (সা) খাইবার বিজয়ের পর এ ধরণের সাময়িক বিবাহ নিষিদ্ধ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করেন। বুখারী শরীফ ৯ম খণ্ড পৃষ্ঠা ১৪৫ হাদীস নং ৫০১৩ ই.ফা.বা.প্র.। আল্লাহর রাসূলের বিপরীত ফাতোয়া দিলে তার অবস্থান কোথায় দাঁড়ায় একটু ভেবে দেখুন।

৩। কোন মুসলমান যদি মদ বা শূকরের বিনিময়ে বিবাহ করে তাহলে বিবাহ জায়েয হবে (হিদায়া ২য় খণ্ড পৃ. ৪৮)। কি সাংঘাতিক কথা। আল কুরআন মদ ও শূকর হারাম করেছে। দেখুন সূরা বাকারাহ ঃ ১৭৩ ও ২১৯, সূরা আনআম ঃ ১৪৫ সূরা মায়িদা: ৩, ৯০ ও ৯১ সূরা নাহল ঃ ১১৫। বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড ই.ফা.বা.প্র. হাদীস নং ৬২০ ও ৬২০৯।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যারা বা যে ফাতাওয়া দেয় তাকে মুসলিম জনতা কি নামে অভিহিত করে? আর এমন কিতাব নির্ভরযোগ্য বলতে এতটুকু শরম লাগে না? এর প্রতিবাদ লিখতে কোন মুফতী সাহেবের গরজ অনুভূত হয় না? এরই নাম মাযহাব প্রীতি আর অন্ধ বিশ্বাস-তাকলীদ।

৪। "কেউ যদি সন্তানের বা সন্তানের দাসীর সঙ্গে সহবাস করে তাহলে তার উপর (শরীয়াতের শাস্তি) জারি হবে না যদিও সে বলে আমি জানতাম সে আমার জন্য হারাম" (হিদায়া ২য় খণ্ড পৃ. ৩৬২)।

৫। কেউ যদি আপন স্ত্রীকে আহ্বান করে আর অন্য স্ত্রীলোক ধরা দিয়ে বলে আমি তোমার স্ত্রী ফলে সে তাকে সঙ্গ দান করল তাহলে হদ জারি হবে না (হিদায়া পৃ. ৩৬৪)।

৬। ঘরে সিঁদ কেটে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে চুরি করলে ও আস্তিনের বাইরে ঝুলে থাকা থলে কেটে চুরি করলে হাত কাটা যাবে না (হিদায়া পৃ. ৪০৮)।

এমনিভাবে হিদায়াতে তাহারাত, সালাত, সিয়াম, হাজ্জ, যাকাত, বিবাহ তালাক মানত, কসম, ব্যভিচার , মদ, জুয়া প্রভৃতি নানা বিষয়ে যে সমস্ত ফাতাওয়া অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক অশ্লীল, অশালীন, কুরুচিপূর্ণ, অনৈতিক ও অনৈসলামিক, কুরআন ও সুন্নাহার বিরুদ্ধে ফাতাওয়া ভরে গ্রন্থটিকে হানাফী মাযহাবের প্রামাণ্য ও বিশুদ্ধতম নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ বলে ঘোষণা করা হল, তা কি হানাফী মাযহাবের ভাইয়েরা মানেন? যদি না মানেন তবে প্রতিবাদ করে লিখেন না কেন? অথচ সহীহ বুখারীর হাদীস সহীহ বলে স্বীকার করেও তা মানেন না এ এক আযব ব্যাপার। এভাবে মাযহাবের নামে গোঁজামিল দিয়ে অজ্ঞ জনসাধারণকে আর কতদিন অন্ধকারে রাখার মতলব আপনাদের?

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই কিতাবগুলি যখন লেখা হয় তখন কি হাদীসের সহীহ যয়ীফ কিতাবগুলি লেখা হয়নি? না এসব যে মহামতি সর্বজনমান্য ইমাম সাহেবের উক্তি বলে চালিয়ে দেয়া হল তার সনদ দেয়া হল না কেন? এসব জঘন্য কথা লিখে কি ইমাম সাহেবকে অপমান করা হয়নি? হিদায়া কিতাবে এ ধরণের অসংখ্য বাজে কথা মাসআলারূপে দেয়া হয়েছে সেটাও আপনারা জানেন। 'হিদায়া কিতাবের একি হিদায়াত' নামে আমি একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা লিখেছি এবং 'আপন গৃহে অপরিচিত ও সত্যের পথে প্রতিবন্ধকতা' নামে আমার লেখা দুটো বইতেও তা পাবেন। মেহেরবাণী করে পাঠ করে দেখুন হিদায়ার কথা কতটুকু গ্রহণযোগ্য বা বর্জনীয়। বইগুলি পূর্ব উল্লেখিত ঠিকানায় পাবেন।

হিদায়া কিতাবের লেখক শাইখ বুরহান উদ্দিন আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর আল ফারগানী আল মারগানানী (র) তার জন্ম ৫১১ হি. মৃত্যু ৫৯৩ হিজরীতে আর অন্য ইমামদের মৃত্যুর কত বছর পর হিদায়া লেখকের জন্ম তা নিম্নে দেয়া হল।

১। ইমাম আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত (রহ) মৃত্যুর ৩৬১ বছর পর হিদায়া লেখকের জন্ম।

২। ইমাম মালিক বিন আনাস (রহ) মৃত্যুর ৩৩২ বছর পর হিদায়া লেখকের জন্ম।

৩। ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদরিস আশ শাফেঈ (রহ) মৃত্যুর ৩০৭ বছর পর হিদায়া লেখকের জন্ম।

৪। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ) মৃত্যুর ২৭০ বছর পর হিদায়া লেখকের জন্ম।

৫। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ) মৃত্যুর ৩২৯ বছর পর হিদায়া লেখকের জন্ম।

৬। ইমাম মুহাম্মদ (রহ) মৃত্যুর ৩২২ বছর পর হিদায়া লেখকের জন্ম।

৭। ইমাম বুখারী (রহ) মৃত্যুর ২৫৫ বছর পর হিদায়া লেখকের জন্ম।

৮। ইমাম মুসলিম (রহ) মৃত্যুর ২৫০ বছর পর হিদায়া লেখকের জন্ম।

৯। ইমাম আবু দাউদ (রহ) মৃত্যুর ২৩৬ বছর পর হিদায়া লেখকের জন্ম।

১০। ইমাম তিরমিযী (রহ) মৃত্যুর ২৩২ বছর পর হিদায়া লেখকের জন্ম।

১১। ইমাম নাসাঈ (রহ) মৃত্যুর ২০৮ বছর পর হিদায়া লেখকের জন্ম।

১২। ইমাম ইবনে মাযাহ (রহ) মৃত্যুর ২৩৮ বছর পর হিদায়া লেখকের জন্ম।

১৩। ইমাম দারেমী (রহ) মৃত্যুর ২৫৬ বছর পর হিদায়া লেখকের জন্ম।

১৪। ইমাম দারাকুতনী (রহ) মৃত্যুর ১২৬ বছর পর হিদায়া লেখকের জন্ম।

১৫। ইমাম বাইহাকী (রহ) মৃত্যুর ৫৩ বছর পর হিদায়া লেখকের জন্ম।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১৬। ইমাম হাকেম (রহ) মৃত্যুর ১০৬ বছর পর হিদায়া লেখকের জন্ম।
১৭। ইমাম ইবনে খুজায়মাহ (রহ) মৃত্যুর ২০০ বছর পর হিদায়া লেখকের জন্ম।
১৮। ইমাম তাবারানী (রহ) মৃত্যুর ১৫১ পর হিদায়া লেখকের জন্ম।

তাহলে মশহুর হাদীসের কিতাবগুলি হিদায়া লেখকের জন্মের বহু আগেই লিখিত হয়ে গেছে। হাদীসের সহীহ যয়ীফের বাছাই শুরু হয়ে তার কিতাবও লিখিত হয়ে গেছে। তাহলে এসব ফিকাহর কিতাবে হাদীসের উপস্থিতিতে কেন হাদীস বিরুদ্ধ মাসআলাগুলি লেখা হল? তাছাড়া কুরআনুল করীমের তাফসীরের প্রসিদ্ধ কিতাবগুলিও লেখা হয়ে গেছে। অথচ তারও কোন উদ্ধৃতি দেয়া হল না। নিছক রায় আর কিয়াস করে যত আজগুবী, বানোয়াট, অবাস্তব, অনৈতিক, অসত্য, অগ্রহণযোগ্য এবং অনুসরণ অনুকরণ এমন সব অযোগ্য মাসআলা দিয়ে ফিকাহ শাস্ত্রের কলেবর বৃদ্ধি করা হল। ইসলামে মাযহাবের সৃষ্টি করে দলাদলী শুধু নয় পবিত্র কাবায় এক ইবরাহীমী মুসাল্লা ভেঙ্গে প্রত্যেক মাযহাবের জন্য পৃথক পৃথক মুসাল্লা কায়েম করা হল। আর দ্বন্দ্ব কলহের জের ধরে ভীষণ সংঘর্ষ ও রক্তপাতের ন্যায় হারাম কাজও করা হল। মুসলিমরা ধর্মের নামে এমন বেদনাদায়ক অধঃপতনের কাজটি করল কুরআন ও সহীহ হাদীসকে বর্জন করেই- এর থেকে দুঃখজনক ও লজ্জাজনক আর কিছু কি হতে পারে? ইসলামের নামে যত রেওয়াজ রসম সৃষ্টি করা হয়েছে যার কোনই ভিত্তি নেই। তাদেরই তাবেদারগণ কিভাবে কল্যাণ লাভ করতে পারেন? আর সংখ্যাগরিষ্ঠরাই এসব কাজে উৎসাহী। শবেবরাতকে ভাগ্যরজনী বললে লাইলাতুল কদরকে কি বলতে হবে? রাষ্ট্র ও জনগণ সবাই যদি বিদআতে লিপ্ত হয় সেখানে আল্লাহর রাহমাত আসে না। জিল্লতি আর যুলুম অশান্তির দাবানল- পরিবার থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত গ্রাস করে। সেটাই দৃশ্যমান। হে আল্লাহ জনগণকে সঠিক বুঝ দাও। তুমিই হিদায়াতের একমাত্র মালিক।

সূত্র ঃ ১। তরীকায়ে মুহাম্মাদীয়া- মাওলানা মতিউর রহমান সালাফী, ২। হিদায়া ইসলামিক ফাইন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত, ৩। ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী- ই.ফা.বা. প্রকাশিত।

আমরা কার ইবাদাত করব এবং কার নির্দেশ ও পদ্ধতিমত তার করব? আমরা আল্লাহর ইবাদাত করব, তাঁরই নির্দেশমত, আর আল্লাহর অপার অনুগ্রহে রাসূলের (সা) শিখিয়ে দেয়া পদ্ধতি মত। দুনিয়ার অন্য কারো কথা বা নির্দেশ এখানে অচল। যেমনটি আল্লাহ বলেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর আর তোমাদের আমল বিনষ্ট করিও না (মুহাম্মদ ৪৭ ঃ ৩৩)। তাহলে আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশ মুতাবিক আমল না করলে তা বিনষ্ট হয়ে যাবে।

আল্লাহকে খুশী করতে হলে রাসূল (সা) এর অনুসরণ ব্যতীত তা সম্ভব নয় আদৌ। যেমনটি আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ اللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসার ভিত্তিতে কিছু করতে চাও তাহলে আমায় অনুসরণ কর- আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং যাবতীয় পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন (আলে ইমরান ঃ ৩১)।

তাহলে রাসূলের (সা) আদেশ নিষেধ মানতেই হবে অন্য কারো নয় এটাই আল্লাহর হুকুম। রাসূলের (সা) নির্দেশিত পথে না চলে খেয়াল খুশীমত অন্য কারো আবিস্কৃত বা উদ্ভাবিত পথে চললেই সমূহ বিপদ। যেমনটি আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

তারা যেন সর্তক ও সাবধান হয়ে যায় যারা রাসূলের নির্দেশিত পথের বিপরীত পথে চলে তাদের উপর মুসিবত আপতিত হবে অথবা বেদনাদায়ক আযাব এসে যাবে (সূরা নূর ঃ ৬৩)।

আমাদের বক্ষ্যমান আলোচনায় আমরা কি দেখলাম? কিভাবে কত প্রকারে ও পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নির্দেশিত পথের বিপরীতে চলমান রেওয়াজ রসম রীতিনীতি ও ইবাদাত বন্দেগী। তাহলে কেন মুসিবত পাকড়াও করবে না?

আসুন, আমরা আল কুরআন আর বিশুদ্ধ কিতাব সহীহ বুখারী শরীফ সহ অন্যান্য প্রশ্নাতীত বিশুদ্ধ হাদীসের উপর আমল করি। শির্ক বিদ'আত বর্জন করি। বাপদাদা আর এত এত লোক করছে' এহেন অসার কথা ছেড়ে দিন। কেননা নাবীকে (সা) দুনিয়াতে না চিনলে হাউযে কাওসারে তিনি আমাদেরকে তাড়িয়ে দিবেন দীনের মধ্যে মনগড়া ইবাদত ঢুকানোর ফলে। হে আল্লাহ তুমি মদদ কর। তাওফীক দাও তোমার কিতাব আর তোমার নাবীর সহীহ হাদীসের সংকলন বুখারী শরীফ সহ অন্যান্য সহীহ হাদীসের উপর আমল করার- আমীন।

*****

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সঠিক ইতিহাস সত্য কথাই বলে

প্রফেসর এ.এইচ.এম. শামসুর রহমান